বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.btc.gov.bd

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি

আহ্বায়ক
মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী
যুগ্মপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)

সদস্য
মু. আকরাম হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট

সদস্য
মহিনুল করিম খন্দকার
সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)

সদস্য
মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা
গ্রন্থাগারিক

সদস্য
মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন
গবেষণা কর্মকর্তা

সদস্য-সচিব
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম
পি আর এন্ড পিও

চেয়ারম্যান
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন মূলত: শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে কৌশলগত পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি গবেষণাধর্মী বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান (Statutory Public Authority)। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে কমিশন দ্বি-পাক্ষিক আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি এবং শুল্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক সরকারকে কৌশলগত ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এছাড়া, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ও অবাধ সেবা-বাণিজ্য নিশ্চিতকল্পে কর্মপন্থা নির্ধারনে কমিশন সরকারকে অব্যাহত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের শিল্প-উন্নয়নের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন। তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২৮ জুলাই ১৯৭৩ সালে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসেবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ১৯৯২ সনে আইনের মাধ্যমে ট্যারিফ কমিশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে গঠিত হয়। বিশ্ববাণিজ্যের গতি প্রকৃতি বিবেচনায় বর্তমান সরকার কর্তৃক ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ সংশোধন করে কমিশনের নাম 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয় এবং কমিশনের কার্যপরিধি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় যৌক্তিক শুল্কহার নির্ধারণ, নিয়মিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার পরীবিক্ষণের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান, দেশীয় শিল্প বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অসাধু বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিরোধ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নসহ বাংলাদেশের সাথে বিদ্যমান চুক্তির আওতায় শুল্ক আদায় ও অশুল্ক বাঁধা দূরীকরণের নিমিত্ত নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণে সরকারকে কার্যকর সুপারিশ প্রদানে কমিশন বিগত বছরেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

কমিশন আইনের ১৮(১) উপধারা অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের একটি প্রমাণক হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পর্কে যেমন সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে, তেমনি এর পাশাপাশি কমিশনের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি এবং কর্মবিন্যাসের বিষয়টিও পরিস্ফুট হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সকল সদস্যসহ এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্বাক্ষর

১০ অক্টোবর, ২০২২

(মাহফুজা আখতার)
চেয়ারম্যান

সূচিপত্র

কমিশনের পরিচিতি **০১-১০**

১.	ভূমিকা	০১
১.১	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা	০১
১.২	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর গঠন	০২
১.৩	কমিশনের কার্যাবলি	০২-০৪
১.৪	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	০৪-০৫
১.৫	প্রশাসন	০৫-০৬
১.৬	কমিশনের ব্যয় বরাদ্দ	০৬
১.৭	সরকারি কোষাগারে জমা	০৬-০৭
১.৮	ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি	০৭-০৮
১.৯	গ্রন্থাগার	০৮
১.১০	প্রকাশনা	০৮-০৯
১.১১	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন	০৯-১০

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ **১১-১৪**

২.	২০২০-২১ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ	১১
২.১	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার ও কর্মশালা	১১-১২
২.২	বাংলাদেশ হতে আমদানীকৃত পাটপণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক সানসেট রিভিউ তদন্ত	১২
২.৩	বাংলাদেশ হতে ভারতে ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস আমদানিতে ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত	১২
২.৪	পলিয়েস্টার, রেয়ন ও অন্যান্য সিনথেটিক সুতার ওপর নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রণয়ন	১২
২.৫	পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর এন্টিডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ে সান সেট রিভিউ (Review) সংক্রান্ত	১৩
২.৬	রপ্তানীকৃত এ্যাপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ এর ওপর ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক সেইফগার্ড তদন্ত আরম্ভ	১৩
২.৭	পলিয়েষ্টার, রেয়ন ও অন্যান্য সিনথেটিক সূতার ওপর নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণে মতামত প্রদান	১৩
২.৮	বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	১৪

বাণিজ্য নীতি বিভাগ **১৫-৩৩**

৩.	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ	১৫
৩.১	অটো ব্রিকস রপ্তানি বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রণয়ন	১৫-১৬

৩.২	কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত আমসহ অন্যান্য ফলে ব্যাগিং করার লক্ষ্যে আমদানিকৃত ব্যাগের উপর আরোপিত শুল্ক হ্রাসকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন	১৬
৩.৩	আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত ফিটনেস সনদ সাপেক্ষে ২৫ (পঁচিশ) বছরের উর্দ্ধে বয়স সীমার যাত্রীবাহী ক্রুজ জাহাজ আমদানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে মতামত প্রণয়ন	১৬-১৭
৩.৪	বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেডএন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন	১৭
৩.৫	স্থানীয় কনভেয়র বেল্ট উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন	১৭-১৮
৩.৬	বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন	১৮
৩.৭	বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন	১৮-২২
৩.৮	বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	২২
৩.৯	বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভ্যাট সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	২৩-২৪
৩.১০	দেশীয় লবণ চাষ সুরক্ষা নিশ্চিত পূর্বক সল্ট ওয়াশারী প্লান্ট এর কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত	২৪-৩০
৩.১১	মোংলা ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস.জি.অয়েল রিফাইনারীজ লিমিটেড এর উৎপাদিত পণ্য (এডিবল অয়েল) বিগত অর্থ বছরে রপ্তানি অনধিক ১০% স্থানীয় শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের প্রাপ্ত অনুমোদন (সংযুক্ত পাতা-০১-০৩) এস.আর.ও.নং-২৩৯-আইন/২০১৯/৭৫-মূসক, তাং-৩০/৬/২০১৯ অনুযায়ী আরোপনীয় অগ্রীম কর হতে অব্যহতি প্রদান করত বিক্রয়ের অনুমোদন প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত সংক্রান্ত প্রতিবেদন	৩০-৩১
৩.১২	হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন	৩১-৩২
৩.১৩	বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা	৩৩

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ **৩৪-৫০**

৪.	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ	৩৫
৪.১	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি (Integrated Data Base) হালনাগাদকরণ	৩৫

৪.২	রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩৫
৪.৩	খসড়া FTA Template প্রণয়ন সংক্রান্ত	৩৫-৩৬
৪.৪	খসড়া Policy Guideline on Regional Trade Agreement 2022- এর ওপর মতামত প্রদান	৩৬
৪.৫	মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার জন্য ইনপুটস প্রেরণ	৩৬
৪.৬	বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুরের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩৭
৪.৭	মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি / এফটিএ (FTA) অথবা প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/পিটিএ (PTA) অথবা ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব প্রকৃতির চুক্তি/ সেপা (CEPA) স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি বিধান/আইন-কানুন বা নীতিসমূহের পরিবর্তন/ সংশোধন/পরিমার্জন বিষয়ে মতামত প্রেরণ	৩৭
৪.৮	বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর-এর মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য ভার্চুয়াল সভা উপলক্ষে ব্রিফ এবং Power Point Presentation প্রণয়ন	৩৮
৪.৯	বাংলাদেশের ট্যারিফ পলিসি প্রণয়নকল্পে খসড়া কনসেপ্ট নোট প্রণয়ন	৩৮
৪.১০	বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রটোকলের বিষয়ে মতামত প্রদান	৩৮
৪.১১	সিঙ্গাপুরের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ	৩৯
৪.১২	UK-GSP এবং Tariff Schedule ও Policy এর জন্য Consultation বিষয়ে মতামত প্রদান	৩৯
৪.১৩	বিডা কর্তৃক আয়োজিতব্য International Investment Summit (IIS)-শীর্ষক সামিটে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান	৩৯-৪০
৪.১৪	বাণিজ্য অর্থায়ন সংক্রান্ত থিমেটিক গ্রুপের প্রথম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪০
৪.১৫	ভারতে বাংলাদেশের পণ্য Port Restriction এর সম্মুখীন হওয়া বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪০
৪.১৬	Bangladesh-Sri Lanka Preferential Trade Agreement (BS-PTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে Request List প্রণয়ন	৪১
৪.১৭	বাংলাদেশ-শ্রীলংকা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BS-PTA) এর আওতায় শ্রীলংকা কর্তৃক প্রেরিত Request list এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের Offer List প্রণয়ন	৪১
৪.১৮	বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের জন্য ভারত থেকে উন্নত মানের ক্লোন আমদানি বিষয়ে ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে ভারতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪১-৪২

৪.১৯	বাংলাদেশ-চীন দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BC-FTA) সম্পাদনের যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪২
৪.২০	মাননীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি মহোদয়ের মরক্কো ও মিশরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর শেষ সপ্তাহে দ্বিপাক্ষিক সরকারি সফর উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য ব্রিফ প্রণয়ন	৪২
৪.২১	সংযুক্ত আরব আমিরাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফরের প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা উপলক্ষে ইনপুটস প্রণয়ন	৪৩
৪.২২	Gulf Cooperation Council (GCC)-ভুক্ত দেশসমূহে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪৩
৪.২৩	South Asian Free Trade Area (SAFTA) ও Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ উপকৃত হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪৩-৪৪
৪.২৪	বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক খসড়া পুঁজি, বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদান	৪৪
৪.২৫	“Fresh Draft on the Agreement on Investment Protection, received from Sri Lanka side” বিষয়ে মতামত প্রণয়ন	৪৪
৪.২৬	বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ৩য় Foreign Office Consultation (FOC) এর জন্য ইনপুটস প্রণয়ন	৪৪
৪.২৭	দক্ষিণ সুদানের সাথে Contract Farming চুক্তির উপর মতামত প্রণয়ন	৪৪-৪৫
৪.২৮	দক্ষিণ সুদানের মাননীয় পররাষ্ট্র, কৃষি, বাণিজ্য, ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীবর্গের বাংলাদেশের আসন্ন সরকারি সফর উপলক্ষ্যে ব্রিফ, বাচ্যাবলী (talking points) প্রস্তুতকল্পে ব্রিফ প্রণয়ন	৪৫
৪.২৯	বাংলাদেশ-চীন যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের ১৫তম সভায় আলোচ্যসূচির বিষযে তথ্য/মতামত প্রেরণ	৪৫
৪.৩০	বাংলাদেশ ও Eswatini এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ইনপুটস প্রণয়ন	৪৫
৪.৩১	আফ্রিকা মহাদেশের দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪৬
৪.৩২	সৌদি আরবস্থ Al Mamal Trading Est. কোম্পানি কর্তৃক Bangladesh Institute of Bio-Medical Engineering and Technology (SBIBMET) স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া চুক্তির ওপর মতামত প্রণয়ন	৪৬
৪.৩৩	বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার ৩য় Foreign Office Consultation (FOC) এর জন্য ইনপুটস প্রণয়ন	৪৬
৪.৩৪	বিটিটিসি এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	৪৭
৪.৩৫	বাংলাদেশ-মরিশাস মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪৭

৪.৩৬ বাংলাদেশ-মরিশাস সংশ্লিষ্ট “Trade and Business Opportunities between Bangladesh and Mauritius” সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ ৪৭-৪৮
৪.৩৭ বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া তৃতীয় ফরেন মিনিস্ট্রি কনসালটেশন, ০৪ এপ্রিল ২০২২ এর জন্য তথ্য প্রদান ৪৮
৪.৩৮ দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০২১ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ ৪৮
৪.৩৯ ট্রিপস চুক্তির আর্টিক্যাল ৬৬.২-এর আওতায় প্রদত্ত "Survey on LDC needs and priorities for technology transfer" বিষয়ে মতামত প্রদান ৪৮
৪.৪০ “G90 Ministerial Declaration on Special and Differential Treatment” সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন ৪৯
৪.৪১ অন্যান্য কার্যাবলী ৪৯
৪.৪২ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ৫০
কমিশনে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা **৫১-৫৭**
৫.১ সমস্যাবলী ৫১-৫২
৫.২ সুপারিশমালা ৫২-৫৭
পরিশিষ্ট **৫৮-৮০**
পরিশিষ্ট-১: বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল ৫৮-৫৯
পরিশিষ্ট-২: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো ৬০
পরিশিষ্ট-৩: বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ ৬১-৬৪
পরিশিষ্ট-৪: ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য ৬৫-৬৮
পরিশিষ্ট-৫: ২০২১-২২ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিবরণ ৬৯-৭১
পরিশিষ্ট-৬: ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ৭১-৭৫
পরিশিষ্ট-৭: ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে সকল সভা/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ৭৬-৮০
ফটোগ্যালারি **৮১-৮৮**

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে নিয়োজিত সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Public Authority) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে কমিশনের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে নতুন নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' যার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। কমিশন দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা এবং বাস্তবায়নে কমিশন সরকারকে প্রায়োগিক সহায়তা দিয়ে থাকে। শুল্ক সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন বিভিন্ন অর্থনৈতিক নির্দেশক-ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। অধিকন্তু, মুক্ত/অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কমিশন জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল, পারসিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল, ট্রেড-সিপ্ট সফ্টওয়্যার, ট্রিসট সফ্টওয়্যার, ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও, কমিশন স্যানিটারি, ফাইটো স্যানিটারি, টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড, ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে কমিশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিওটিও) শর্তাবলী ও চুক্তি এবং দেশের প্রচলিত আইনকে বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনের জন্য কমিশন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং প্রয়োজনে গণশুনানির আয়োজন করে থাকে। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং এতৎবিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালে নতুন (সংশোধনী) আইন পাসের ফলে কমিশনের কর্মপরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং সে অনুযায়ী কমিশন ভবিষ্যতে অর্পিত দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১.১ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম/চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩

সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে ‘ট্যারিফ কমিশন’ কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন)" অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে “বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন” প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি বিবেচনা ও সময়ের নিরিখে কমিশনের কার্যপরিধি বৃদ্ধি করে ১৯৯২ সালের আইন সংশোধন করে কমিশনের নাম “বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন” করা হয়।

১.২ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর গঠন

কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। এ কমিশনই হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। কমিশন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৫ জন চেয়ারম্যান কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তাছাড়া আইনের ১১ ধারা মতে কমিশনের একজন কমিশন সচিব আছেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হলো।

১.৩ কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর ৭ ধারা মোতাবেক দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (Comparative Advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে:

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ;

(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act. No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশীয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে:

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশীয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান ;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়জনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে। উল্লেখ্য, কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করবে।

১.৪ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিব ব্যতীত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে (সারণি-০১)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের বিপরীতে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী সারণি-০২ এবং সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হলো।

সারণি-০১: অনুমোদিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্মসচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)
০৪।	সচিব	১ (এক)
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)
০৬।	উপপ্রধান	৮ (আট)
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)
১৬।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)
১৭।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪ (চার)
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)
২১।	কেয়ারটেকার	১ (এক)
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
২৬।	গাড়িচালক	৮ (আট)
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬ (ছাব্বিশ)
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	৪ (দুই)
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)

সারণি-০২: কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৩	১৬
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৭	০৬
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	২৯	০৪
মোট	১১৫	৮৯	২৬

কমিশনের চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

১.৫ প্রশাসন

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন কমিমন সচিব রয়েছেন। তিনি কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ,

হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে কমিশন সচিবকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

১.৬ কমিশনের ব্যয় বরাদ্দ

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড/অপারেশন কোড নং ১৩১০০২৮০০-বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান ও ৩৬৩২ মূলধন অনুদান এর অন্তর্ভুক্ত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ১২,৫২,৮৯,০০০.০০ (বার কোটি বায়ান্ন লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকা এবং ৩৬৩২-মূলধন অনুদান খাতে ৯৬,০০,০০০.০০ (ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১৩,৪৮,৮৯,০০০.০০ (তের কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায়।

১.৭ সরকারি কোষাগারে জমা

এ বরাদ্দের বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৯,৩৩,৮৪,৯২২/- (নয় কোটি তেত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত বাইশ) টাকা মাত্র। ০৪ (চার) জন প্রেষণে কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে পদ শূণ্য থাকায়, ০২ (দুই) জন গবেষণা কর্মকর্তা ও ০১ (এক) জন সাঁট মুদ্রাক্ষরিক চাকুরি ত্যাগ করার কারণে শূণ্য থাকায়, ০২ (দুই) জন কর্মচারী সরকারি বাসা বরাদ্দ পাওয়ায়, গাড়ী চালকদের অধিকাল ভাতা হ্রাস পাওয়ায়, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভ্রমণ ব্যয় খাতে ৫০% অর্থ হ্রাস করাসহ বৈদেশিক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ও থোক বরাদ্দের ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে প্রাপ্তির কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা সম্ভবপর না হওয়ায়, টেলিফোন ব্যবহারের মাসিক বিল হ্রাস পাওয়ায় এবং প্রকাশনা, রয়টার, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল সময়মত না পাওয়ায় ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ৩,৫৯,৫৭,০৪৮/- (তিন কোটি উনষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার আটচল্লিশ) টাকা মাত্র অব্যয়িত/উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। অব্যয়িত ৪,১৫,০৪,০৭৮/- (চার কোটি পনের লক্ষ চার হাজার আটাত্তর) টাকা মাত্র iBAS++ সিস্টেমে PL-Account এ থেকে যায়। কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী সারণি-০৩-এ দেখানো হলো।

সারণি- ০৩: কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	বাজেট বরাদ্দ (টাকা) ২০২১-২০২২	সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা) ২০২১-২০২২	২০২১-২০২২ সালের প্রকৃত খরচ (টাকা)	২০২১-২০২২ সালের অব্যয়িত (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
৩৬৩১-আবর্তক অনুদান	১২,১৮,৮৯,০০০/-	১২,৫২,৮৯,০০০/-	৮,৯৩,৩১,৯৫২/-	৩,৫৯,৫৭,০৪৮/-
৩৬৩২-মূলধন অনুদান	৯৬,০০,০০০/-	৯৬,০০,০০০	৪০,৫২,৯৭০/-	৫৫,৪৭,০৩০/-
সর্বমোট =	১৩,১৪,৮৯,০০০/-	১৩,৪৮,৮৯,০০০/-	৯,৩৩,৮৪,৯২২/-	৪,১৫,০৪,০৭৮/-

১.৮ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ৪৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এর স্থলে ৭৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে ব্যান্ডউইথ এর সম ব্যবহারে বণ্টন নিরবচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৪। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সনে Upgrade করা হয়েছে।

৫। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আইটি এনাবেলড সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৬। কমিশনের সকল কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে দাপ্তরিক ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ জার্নাল অব ট্যারিফ এন্ড ট্রেড এর প্রকাশনা কাজে সকল প্রকার আইটি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৮। কমিশনের ১২তলায় অবস্থিত লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করতঃ আরও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

০৯। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত ASYCUDA World সফটওয়্যার এর ডাটা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ডাটা Manipulation করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।

১০। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইসিটি সংক্রান্ত সফটওয়্যার যেমন: ই-নথি, এপিএএমএস, ই-জিপি, জিআরএস ব্যবহার করে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

১.৯ গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

১। অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান, বাংলাংপিডিয়া, বিশ্বকোষ এবং বাংলাদেশের আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের ওপর প্রণীত প্রতিবেদন ।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ।

৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক।

৫। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা ।

৬। FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।

৭। কমিশনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি চাকুরি সংক্রান্ত বিধানাবলীর ওপর পুস্তকাদি।

৮। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গে লেখা বিভিন্ন পুস্তকাদি।

১.১০ প্রকাশনা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলীর ওপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত “Bangladesh Journal of Tariff and Trade” শীর্ষক জার্নাল প্রকাশনার

দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত। এছাড়া কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মূলত: একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের সম্ভাবনাময় স্থানীয় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে কমিশনের বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

১.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল ২০০৯ এটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে কার্যকর হয়। এ আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সে তথ্য প্রদানে এ আইনে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি-০৪: তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	**ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল**	**যোগাযোগের ঠিকানা**
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৫: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৬: আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য

আপিল কর্তৃপক্ষ	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, মোবাইল, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৯৩৪০২০৯ মোবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: chairman@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

ডাম্পিং ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ন্যায় অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং, ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং এবং অত্যধিক পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রদান এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন বিদেশি পণ্য স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কমমূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে গণ্য হবে। এটি স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যের সাথে দেশীয় বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যায়। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যায়। কোন পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করার কারণে আমদানিকারকগণ যদি একই ধরনের পণ্য অন্য এইচ.এস কোডের আওতায় আমদানি করে, তাহলে এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত করার মাধ্যমে একই ধরনের পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক শুল্কসমূহ আরোপের বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, সাবসিডি ও কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড এবং এন্টি-সারকামভেনশন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে।

২. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

২.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার ও কর্মশালা

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক ২ (দুই) টি সেমিনার ও ১ টি বিশেষায়িত কর্মশালা আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। সচেতনতা সেমিনার ও বিশেষায়িত কর্মশালা বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত

ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২.২ বাংলাদেশ হতে আমদানীকৃত পাটপণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক সানসেট রিভিউ তদন্ত

ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের সানসেট রিভিউ-শুরুর পর স্টেকহোল্ডারদের পত্র দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অব ট্রেড রেমেডি (ডিজিটিআর) কর্তৃক ভার্চুয়াল শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২-১৭-জুন ২০২২ পর্যন্ত ডিজিটিআরের ৪ সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধানকারী দল বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন ও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ভেরিফিকেশন করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এ বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩ বাংলাদেশ হতে ভারতে ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস আমদানিতে ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত

বাংলাদেশ হতে ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস আমদানিতে ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত শুরু করা হয়। গত ২২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ভারতের ডিজিটিআর কর্তৃক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৫-২৭ মে ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের তদন্তকারী দল বাংলাদেশ স্পট ভেরিফিকেশন করেন। ২৯ জুন ২০২২ তারিখে ডিজিটিআর কর্তৃক কেসের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ হতে ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাস আমদানিতে সর্বনিম্ন রেফারেন্স মূল্য প্রতি টনে ৩০৬.১০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিশন হতে বিষয়টি জানিয়ে সকল স্টেকহোল্ডারদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৪ পলিয়েস্টার, রেয়ন ও অন্যান্য সিনথেটিক সুতার ওপর নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) এর সভাপতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি আবেদন করে। মন্ত্রণালয় আবেদনটির বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত প্রেরণের জন্য কমিশনে প্রেরণ করে। এ বিষয়ে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৫ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর এন্টিডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ে সান সেট রিভিউ (Review) সংক্রান্ত

বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের ওপর ইতোপূর্বে আরোপিত এন্টিডাম্পিং শুল্কের ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্কের বিষয়ে রিভিউ এর জন্য পাকিস্তান National Tariff Commission নোটিশ জারি করে। কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের তিনটি রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে এবং প্রশ্নমালা প্রেরণ করে। রিভিউ শেষে পাকিস্তান সরকার পরবর্তী ৫ বছরের জন্য পুনরায় শুল্ক আরোপ করে।

২.৬ রপ্তানীকৃত এ্যাপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ এর ওপর ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক সেইফগার্ড তদন্ত আরম্ভ

বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত এ্যাপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ এর ওপর ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক সেইফগার্ড তদন্ত আরম্ভ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কাজে অংশগ্রহণের নিমিত্ত কমিশন ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষের নিকট আগ্রহী পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। মূল রপ্তানিকারক বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ - কেও আগ্রহী পক্ষ হতে কমিশনের পক্ষ থেকে পত্র দেয়া হয়। ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক এ বিষয়ে পরবর্তীতে ভার্চুয়াল শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ হাইকমিশন ইন ইন্দোনেশিয়া, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। শুনানির ওপর কমিশন ও মন্ত্রণালয় হতে মতামত প্রেরণ করা হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের ওপর সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা হয়।

২.৭ পলিয়েষ্টার, রেয়ন ও অন্যান্য সিনথেটিক সূতার ওপর নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) কর্তৃক কৃত্রিম আঁশের (Man-Made Fibre) দ্বারা তৈরি সূতায় প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী হতদরিদ্র গরীব, দিনমজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা ও পণ্যটিকে আরো ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ৫৪.০১ থেকে ৫৪.০৬ এবং ৫৫.০৮ থেকে ৫৫.১১ এইচএসকোডভুক্ত তথা যাবতীয় কৃত্রিম আঁশে (Man-Made Fibre) দ্বারা তৈরি সূতার ওপর ম্যানুফেকচারিং পর্যায়ে কেজি প্রতি ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর ধার্য্যের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। আবেদনটির বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

২.৮ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

২. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন ;

৩. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৪. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৫. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৬. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৭. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৮. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে অসাধু পন্থায় রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কিছু অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এ ছাড়াও, নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের 'দ্রব্যমূল্য মনিটরিং'-এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে পেঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ" বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

৩. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

৩.১ অটো ব্রিকস রপ্তানি বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রণয়ন

স্থানীয় কয়েকটি অটো ব্রিকস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য অটো ব্রিকস বিদেশে রপ্তানির অনুমতি চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। আবেদিত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয় সেইসাথে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সংক্ষিপ্ত স্টাডি রিপোর্ট চেয়ে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে স্টাডি পরিচালনার নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন

ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মতামত, বিদ্যমান রপ্তানি নীতি এবং অটো ব্রিকস রপ্তানিতে বিদ্যমান বিধিবিধান পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের মতামত:

দেশে ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ অটো ব্রিকসের ব্যবহার নিশ্চিত করণে স্থানীয় বাজারে অটো ব্রিকসের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি নীতির শর্তসাপেক্ষে রপ্তানি পণ্যের তালিকায় "বালু" এর ন্যায় অটো ব্রিকস/ ইটের নাম অন্তর্ভুক্ত করে রপ্তানি নিরুৎসাহিত করার মতামত প্রদান করা হয়।

৩.২ কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত আমসহ অন্যান্য ফলে ব্যাগিং করার লক্ষ্যে আমদানিকৃত ব্যাগের উপর আরোপিত শুল্ক হ্রাসকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন

ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত আমসহ অন্যান্য ফলে ব্যাগিং করার লক্ষ্যে আমদানীকৃত ব্যাগের উপর আরোপিত শুল্ক হ্রাসকরণের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মানসম্মত ফল বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ফ্রুটস ব্যাগ আমদানির উপর বিদ্যমান শুল্কহার পর্যালোচনাপূর্বক যৌক্তিক হারে হ্রাসকরণ বিষয়ে মতামত প্রেরণের নিমিত্ত কমিশনকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত ফ্রুটস ব্যাগের ব্যবহার, স্থানীয় চাহিদা, স্থানীয় উৎপাদন, বিদ্যমান শুল্কহার ও বাজার সম্ভাবনা পর্যালোচনাপূর্বক কমিশনের সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

কমিশনের সুপারিশ:

ফ্রুটস/ম্যাংগো ব্যাগ-কে কৃষি পণ্য (জৈব কীটনাশক) হিসেবে বিবেচনায় এনে এ ধরণের ব্যাগ আমদানির জন্য চ্যাপ্টার ৪৮ এর হেডিং ৪৮১৯ এর অধীনে ফ্রুটস/ম্যাংগো ব্যাগ বর্ণনায় নতুন এইচ.এস.কোড সৃজনপূর্বক সিডি ১০%, আরডি ৩%, এসডি ০% ভ্যাট ০%, এটি ০% ও এআইটি ৫%সহ মোট ১৮% শুল্কারোপ করার মতামত প্রদান করা হয়।

৩.৩ আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত ফিটনেস সনদ সাপেক্ষে ২৫ (পঁচিশ) বছরের উর্দ্ধে বয়স সীমার যাত্রীবাহী ক্রুজ জাহাজ আমদানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

কর্ণফুলি শীপ বিল্ডার্স লিমিটেড এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। আবেদিত বিষয়ের উপর পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করা হয়। এতৎবিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত কমিশন থেকে ২৫ (পঁচিশ) বছরের উর্দ্ধে বয়স সীমার আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ক্রুজ জাহাজ আমদানি সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি বিধান, এ সংক্রান্ত জাহাজ চলাচলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, আমদানির অনুমতি প্রদানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, স্থানীয় পর্যটন শিল্পের উপর প্রভাব ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার মতামত পর্যালোচনাপূর্বক কমিশনের সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

কমিশনের মতামত:

বাংলাদেশী হজ্জ যাত্রী পরিবহণ ও মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশীদের আনা-নেওয়া, সমুদ্রপথে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, সম্প্রসারণ এবং ব্লু ইকনোমির সম্ভাবনা বাস্তবায়নের বিষয় বিবেচনায় আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত ফিটনেস সনদ সাপেক্ষে যে কোন বয়স সীমার আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ক্রুজ জাহাজ আমদানির অনুমতি প্রদান করার মতামত প্রদান করা হয়।

৩. ৪ বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেডএন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: ইফাদ অটোস লিমিটেড

পণ্যের নাম: ট্রাক (CKD Chasis & CKD Cabin),বাস (CKD Chasis),বাস (CBU Bus)

এইচএসকোড: 8704.21.21, 8706.00.24, 8702.20.30, 8702.10.30

কমিশনের সুপারিশ:

Local Porgressive Manufacturing Industry কে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত Local Porgressive Manufacturing Industry যারা আমদানীকৃত CKD চেসিস এবং কেবিন এর অংশ বা অংশবিশেষ দ্বারা চেসিস, কেবিনের এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সম্পূর্ণ করে ট্রাক উৎপাদন/তৈরি করে এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রয়/সরবরাহ করে তাদের ক্ষত্রে এইচ এস কোড 8704.21.21 আমদানিতে আমদানি শুল্ক (সিডি) ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% নির্ধারণ পূর্বক আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে। বর্তমানে যেহেতু স্থানীয়ভাবে বাস বডি শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেহেতু CBU বাস বডিসহ আমদানি নিরুৎসাহিত করণের লক্ষ্যে CBU বাস এইচ.এস.কোড 8702.20.30 ও 8702.10.30 আমদানিতে বিদ্যমান কাস্টম ডিউটি ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা যেতে পারে।

৩.৫ স্থানীয় কনভেয়র বেল্ট উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: এস এইচ কর্পোরেশন ও আই আর রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ

পণ্যের নাম: Reinforced only with metal, Reinforced only with textile materials, other Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material

এইচএসকোড: ৪০১০.১১.০০, ৪০১০.১২.০০, ৪০১০.১৯.০০ ও ৫৯১০.০০.০০

কমিশনের সুপারিশ

স্থানীয় কনভেয়র বেল্ট উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় এইচ.এস.কোড ৪০১০.১১.০০, ৪০১০.১২.০০, ৪০১০.১৯.০০ ও ৫৯১০.০০.০০ আমদানিতে প্রতি কেজিতে সর্বনিম্ন ট্যারিফ ভ্যালু ৩ মা. ডলার নির্ধারণ পূর্বক নিম্নলিখিত ভাবে শুল্ক আরোপের জন্য সুপারিশ করা হয়: CD = ১০%, RD = ৩%, SD = ০%, VAT = ১৫%, AIT = ৫%, AT = ৫%, TTI= ৪০.৬০%।

৩. ৬ বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বিএসআরএম ওয়্যার লিঃ

পণ্যের নাম: Wire Of Iron/Non-Alloy Steel, Not Plated/ Coated,Whether Or Not Polished, Wire Of Iron Or Non-Alloy Steel,Plated Or Coated With Zinc, Wire Of Iron/Non-Alloy Steel, Plated Or Coated With Base Metals (Excl.Zinc)

এইচএসকোড: 7217.10.00, 7217.20.00 ও 7217.30.00

কমিশনের সুপারিশ

স্থানীয় গ্যালভানাইজড আয়রন ওয়্যার, লো-রিলাক্সেশন প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট (LRPC) ওয়্যার শিল্প সুরক্ষায় এইচ.এস.কোড 7217.10.00, 7217.20.00 ও 7217.30.00- এ আরোপিত বিদ্যমান CD ৫%, ১০% ও ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫%, ১৫% ও ১৫% করার সুপারিশ করা হয়।

৩.৭ বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড

বিদ্যমান অবস্থা:

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ধারা ১৬ জি অনুসারে কোম্পানীকে কোন অর্থ বছরে নীট মুনাফার কমপক্ষে ৩০% ডিভিডেন্ড (ধারা ১৬ এফ অনুযায়ী স্টক ও ক্যাশ) হিসেবে শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রদান করতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট আয় বছর সমাপ্তির তারিখে কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে উক্ত ৩০% Amount to be Distributed as Dividend হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

আবেদনকারীর প্রস্তাব:

একটা কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী সমুহ প্রস্তুত করার সময় আন্তর্জাতিক হিসাব মান মেনে তৈরি করতে হয়। এ হিসাব মান অনুযায়ী প্রতিটা কোম্পানীর যত ধরনের Realised and Unrealised Profit থাকে তা বিবেচনায় এনে হিসাবভুক্ত করতে হয়। যেহেতু এ Unrealised Profit (যেমন সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্য মূনাফা) অনাদায়কৃত থাকে এবং হিসাব মান (IAS) অনুযায়ী PL Account এ প্রদর্শন করতে হয় তাই তা বিতরণযোগ্য নয়। সে কারণে এ ধরনের Unrealised Profit সংশ্লিষ্ট বছরের Net Profit হতে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ হতে ৩০% লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণের যথাযথ ও পরিস্কার ব্যাখ্যা থাকা উচিত।

কমিশনের সুপারিশ:

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ধারা ১৬ জি-কে

"হিসাবকাল অনুযায়ী সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে ইক্যুইটি অনুযায়ী আগত মূনাফাকে ট্যাক্স গণনা কালে মূনাফার সমূদয় অর্থকে বিবেচনা না করে মূল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিভিডেন্ট অনুযায়ী সমন্বয় করার ব্যবস্থা রেখে সংশোধনের সুপারিশ করা হল"।

৩.৭.২ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড

বিদ্যমান অবস্থা: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ 'প্রচ্ছন্ন রপ্তানি'র সংজ্ঞা নাই।

আবেদনকারীর প্রস্তাব:

ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ২(৬২) ধারার ন্যায় 'প্রচ্ছন্ন রপ্তানি'র সংজ্ঞা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ সংযোজন।

কমিশনের সুপারিশ:

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ২(৬২) ধারার ন্যায় 'প্রচ্ছন্ন রপ্তানি'র সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে।

৩.৭.৩ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড

পণ্যের নাম:

সিমেন্ট, লৌহ অথবা লৌহজাত পণ্য

বিদ্যমান অবস্থা:

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ইউ-এ এলসি-এর মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে সকল পণ্যে ৩% হারে উৎসে কর কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এস.আর.ও নং-১৭৩-আইন/আয়কর/২০২১ তারিখ ০৩ জুন ২০২১ এর টেবিল-২ এর ক্রমিক নং-৬ এ সিমেন্ট, লৌহ অথবা লৌহজাত পণ্যের ক্ষেত্রে রেয়াতি হার ২% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

আবেদনকারীর প্রস্তাব:

এস.আর.ও নং-১৭৩-আইন/আয়কর/২০২১ তারিখ ০৩ জুন ২০২১ এর টেবিল-২ এর ক্রমিক নং-৬ এ সিমেন্ট, লৌহ অথবা লৌহজাত পণ্যের ক্ষেত্রে রেয়াতি হার ২% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ থাকায় এলসি-তে প্রাপ্য বিক্রয় মূল্যের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হার বিবেচনা।

কমিশনের সুপারিশ:

সিমেন্ট, লৌহ অথবা লৌহজাত পণ্য এলসি-এর মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের রেয়াতি হারের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে “এস.আর.ও নং-১৭৩-আইন/ আয়কর/ ২০২১, তারিখ ০৩ জুন ২০২১ এর বিধি-১৬ অথবা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ইউ”- সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৩.৭.৪ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিল্-স লিমিটেড

বিদ্যমান অবস্থা:

ধারা-৮২সি: এই ধারা অনুযায়ী ন্যুনতম কর হার নিরূপন:

১)ধারা ৮২সি(২)(বি) অনুযায়ী উৎসে কর্তিত কর।

২) ধারা ৮২সি(৪) (iii) অনুযায়ী ধার্যকৃত কর।

৩) ধারা ৮২সি (৫) (৮) অনুযায়ী ধার্যকৃত কর।

উপর্যুক্ত তিনটি ধাপে ধার্যকৃত করের মধ্যে যেটি বেশি সেটি উক্ত ধারার কর হিসেবে বিবেচিত হবে।

আবেদনকারীর প্রস্তাব:

ধরা যাক, বিক্রয় ১০০ কোটি এবং করযোগ্য লাভ ৩ কোটি

১) ৪০ কোটি টাকা আংশিক বিক্রয়ের ওপর ৩% হারে ধার্যকৃত উৎসে কর ১.২ কোটি টাকা

২) ০.৬০% হারে মোট উপার্জনের ওপর কর ৬০ লক্ষ টাকা।

৩) ৩২.৫০% হারে ৩ কোটি টাকা লাভের ওপর কর আসে ৯৭ লক্ষ টাকা। সুতরাং ন্যূনতম কর হবে ১.২ কোটি। এটাই ধারা ৮২সি এর সারসংক্ষেপ। কর নির্ধারণী অফিসারগণ এ নিয়ম অনুসরন করার কথা।

কমিশনের সুপারিশ:

এ ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ আয়কর আইন বা অধ্যাদেশের প্রয়োগ এমন হওয়া উচিত যাতে তালিকাভুক্ত বা অতালিকাভুক্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়করের যে সীমা তা আয়কর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যেন লঙ্ঘিত না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৭.৫ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিল্-স লিমিটেড

বিদ্যমান অবস্থা:

ধারা-৮২ সি(২)(বি) (ii): লৌহ এবং লৌহজাত পণ্য এবং সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল আমদানি পর্যায়ে ধার্যকৃত এবং পরিশোধিত কর নুনতম কর হিসেবে মূল্যায়ন।

আবেদনকারীর প্রস্তাব:

আমদানি বা বিক্রয় পর্যায়ে ধার্যকৃত উৎসে করকে অগ্রিম কর হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। অথবা যদি ন্যূনতম কর হিসেবে বিবেচনা করতে হয় তাহলে উক্ত উৎসে কর হার আমদানি বা বিক্রয় উভয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১% হওয়া উচিৎ।

কমিশনের সুপারিশ:

তালিকাভুক্ত বা অতালিকাভুক্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়করের যে সীমা তা আয়কর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যেন লঙ্ঘিত না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৭.৬ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড

পণ্যের নাম: ১)এমএস বিলেট, ২)এমএস রড (চুড়ান্ত পণ্য)

বিদ্যমান অবস্থা:

বর্তমানে স্টক এক্সচেইঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানির স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডাইরেক্টর বা প্লেসমেন্ট হোল্ডার অথবা কোন স্পন্সর বা কোন মিউচুয়াল ফান্ডের প্লেসমেন্ট হোল্ডারগনের কাছ থেকে ইউনিট এর হস্তান্তর মূল্য এবং সংগ্রহ মূল্যের পার্থক্যের উপর উৎসে ৫% হারে কর কর্তন করে থাকে।

আবেদনকারীর প্রস্তাব:

২০১০ সালের পূর্বে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ারের মূলধনী লাভ থেকে কোন ট্যাক্স ছিল না। উক্ত বছরের জুলাইতে ধারা ৫৩এম আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এ সংযোজিত হয় এবং এস.আর.ও ২৬৯/২০১০ এর মাধ্যমে করদাতার আবাসিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকল স্পন্সর/ ডাইরেক্টর/ প্লেসমেন্ট হোল্ডারগণের ওপর উক্ত হার আরোপ করা হয়। ২০১২ সালে SRO জারির মাধ্যমে অনিবাসি করদাতাগণের অনুরূপ মূলধনী লাভ থেকে যদি কর দায় তুলে নেয়া হয় তাহলে তাঁরা উক্ত আয় থেকে তাদের নিজ দেশে কর অব্যাহতি পান। পরবর্তীতে SRO ১৯৬/ ২০১৫ জারির মাধ্যমে উক্ত হার কোম্পানী করদাতার জন্য ১০% এবং যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার ১০% এর অধিক শেয়ারের মালিক তাদের ওপর ৫% ধার্য করা হয়। অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ উক্ত আয় থেকে কর অব্যাহতি পান। অর্থ আইন ২০১৫ তে ধারা ৫৬ এর আওতায় একটি নতুন টেবিল সংযোজন করা হয় যেখানে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ব্যতীত অন্যান্য মূলধনী লাভ থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর করের হার ১৫% ধার্য করা হয়।

কমিশনের সুপারিশ:

দেশে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আইনে যেসমস্ত হ্রাসকৃত করের সুযোগ রাখা হয়েছে তা অনিবাসী বিনিয়োগকারীদের জন্যও পরিস্কার করা উচিত।

৩.৮ বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: Bangladesh Terry Towel & Linen Manufecturers & Exporters Association

পণ্যের নাম: ৬ থেকে ২০ কাউন্টের সুতা, Cotton Yarn (Other than sewing thread), Containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale- Single yarn of uncombed fibres

এইচএসকোড: 5203.00.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5207.10.00, 5207.90.00

কমিশনের সুপারিশ

Bangladesh Terry Towel & Linen Manufecturers & Exporters Association ভুক্ত শতভাগ রপ্তানিমূখী বন্ডলাইসেন্স বিহীন মিলসমূহে দেশীয় উৎসের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রতিযোগী মূল্যে কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করার নিমিত্ত এসআরও নং-১২০-আইন/২০২১/০৯/কাস্টমস-এর টেবিল- ৩ এ ৬ (ছয়) থেকে ২০ (বিশ) কাউন্টের রোটর সুতার নিম্নোলিখিত এইচ এস কোড 5203.00.00, 5209.53.00,5205.11.00, 5205.12.00,5205.21.0,5207.10.00,5207.90.00 ও 5209.53.00 সমূহ সন্নিবেশ করে শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।

৩. ৯ বাজেট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভ্যাট সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

৩.৯.১ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড

পণ্যের নাম: এমএস বিলেট, এমএস রড (চূড়ান্ত পণ্য)

বিদ্যমান ভ্যাট হার/পদ্ধতি

উৎসে মূসক কর্তন- SRO ১৪৯/আইন/২০২০/১১০ মূসক: (৫)যখন বিক্রেতা/ সরবরাহকারী ১৫% হার ব্যতীত অন্যান্য হারে মূসক ৬.৩ ইস্যু করে তখন ক্রেতা/সরবরাহ গ্রহীতা পুনরায় মূসক ৬.৩ তে উল্লিখিত মূসক কর্তন করে রাখেন।

আবেদনকারীর প্রস্তাব

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-১৪৯/আইন/২০২০/১১০ মূসক: উপ-অনুচ্ছেদ ৫(১) অনুযায়ী "সরবরাহকারী ১৫ (পনের) শতাংশ হারে মূসক আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য উক্ত হার উল্লেখপূর্বক ফরম "মূসক-৬.৩" (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করিতে হইবে না"। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড বিদ্যমান ভ্যাট আইন অনুযায়ী এম.এস পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিক্রয় পর্যায়ে চালান ৬.৩ এর মাধ্যমে প্রতি মে. টনে ২০০০ টাকা ভ্যাট হিসেবে সরকারকে প্রদান করছে যা ব্যবসায়ী পর্যায়ে সমন্বয় হওয়া যৌক্তিক। উল্লেখ্য, এস.আর.ও নং-১৪৯/আইন/২০২০/ ১১০ মূসক: উপানুচ্ছেদ ৫(১) অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক হার ১৫% হলেই ব্যবসায়ীগণ তা সমন্বয় করতে পারে। তাই উৎপাদনকারী প্রতি মে. টনে বিক্রয় পর্যায়ে ২০০০ টাকা ভ্যাট প্রদান করার পর ব্যবসায়ী পর্যায়ে পুনরায় ২০০০ টাকা ভ্যাট প্রদান করছে। প্রতি মে. টনে ২০০০ টাকা করে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সরকারের নিকট দাবী সৃষ্টি হচ্ছে। ভ্যাট আইনের ৬৮ ধারা অনুযায়ী ৬(ছয়) কর মেয়াদে সমন্বয় করা সম্ভব না হলে ব্যবসায়ীগণ তা ফেরত পাওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করতে পারে। এতে ব্যবসায়ের বড় অংকের মূলধন ব্লক হয়ে সরকারের কোষাগারে পড়ে থাকে। তাই উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় পর্যায়ে প্রতি মে. টনে প্রদেয় ২০০০ টাকা ব্যবসায়ী পর্যায়ে সমন্বয় করার সুযোগ প্রদান করা হলে এ ধরণের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

কমিশনের সুপারিশ

এস.আর.ও নং-১৪৯/আইন/ ২০২০/১১০ মূসক: উপ-অনুচ্ছেদ ৫(১)-এ "সরবরাহকারী ১৫ (পনের) শতাংশ হারে" শব্দসমূহের পরিবর্তে "সরবরাহকারী ১৫ (পনের) শতাংশ হারে অথবা অন্য কোন হারে" শব্দসমূহ দ্বারা প্রতিস্থাপন পূর্বক এস.আর.ও সংশোধন করা যেতে পারে।

৩.৯.২.আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিল্-স লিমিটেড

বিদ্যমান ভ্যাট হার/পদ্ধতি

বিধি-১১৮, ২০১৯ সালের জুলাই মাসের প্ররম্ভিক জের: ২০১২ সালের ভ্যাট আইনে অমীমাংসিত কোন মামলা না থাকলে প্রারম্ভিক জের সমন্বয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আবেদনকারীর প্রস্তাব

উক্ত প্রারম্ভিক জের সমন্বয়ের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন যেহেতু কর্তৃপক্ষ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের মীমাংসিত দাবী উত্থাপন করতে পারে। আইন পরিবর্তন করে চলতি হিসাবের প্রারম্ভিক জের প্রদেয় ভ্যাটের সাথে সমন্বয়ের সুযোগ প্রদান।

কমিশনের সুপারিশ:

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮(২) এর আরোপিত শর্ত 'খ' ও 'গ' শিথিল বা সংশোধন করা যেতে পারে।

৩.১০ দেশীয় লবণ চাষ সুরক্ষা নিশ্চিত পূর্বক সল্ট ওয়াশারী প্লান্ট এর কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত

সিটি গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান "মেসার্স ঢাকা সল্ট এন্ড কেমিক্যাল প্লান্ট" কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণের কাঁচামাল প্রস্তুতের জন্য অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানির অনুমতি চেয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে। আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, কস্টিক সোডার কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত লবণ ওয়াশ করে কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে যা, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণ থেকে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কস্টিক সোডার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য অপরিশোধিত লবণে যে হারে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম থাকা প্রয়োজন দেশীয় অপরিশোধিত লবণে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী থাকে যা পরিশোধন করে দূরীভূত করা সম্ভব নয় বা সম্ভব হলেও যে পরিমাণ আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে তা কস্টিক সোডার স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ব্যয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করবে। তাই বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী কেমিক্যাল পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে সাধারণ লবণ আমদানি করতে পারে। বাংলাদেশে কস্টিক সোডার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণ ভারত থেকে আমদানি হয়ে থাকে। সাধারণত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের গুজরাটে উৎপাদিত বোল্ডার লবণ বিশেষ ধরনের ওয়াশারী প্লান্টের মাধ্যমে ওয়াশ করে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম দূরীভূত করে তা কস্টিক সোডার কাঁচামালের উপযোগী করা হয়। আর এ ধরনের ওয়াশের ক্ষেত্রে সেখানে প্রায় ২০% থেকে ৩০% মূল্য সংযোজন করা হয় মর্মে আবেদনে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত গত ২৩ আগস্ট কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় "দেশীয় লবণ চাষ সুরক্ষায় বিসিকের সাথে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ

কমিশন সল্ট ওয়াশারী প্লান্ট এর কাঁচামাল নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদান করবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ, জাতীয় লবণ নীতি, অপরিশোধিত লবণের স্থানীয় উৎপাদন, কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণের কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত লবণের আমদানি, কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণের কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত লবণ আমদানিতে বিদ্যমাণ শুল্কহার, অপরিশোধিত লবণের স্থানীয় উৎপাদন ব্যয়, কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণের কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত লবণ আমদানির ব্যয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয় ।

বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের উপানুচ্ছেদ ৫৮ অনুযায়ী "সাধারণ লবণ (এইচ এস হেডিং নম্বর ২৫.০১) (পরিশোধিত বা বোল্ডার বা অন্যবিধ) আমদানিযোগ্য হইবে না; তবে Customs Act 1969 (Act IV of 1969) এর First Schedule এর চ্যাপ্টার ২৮ ও ২৯ এর আওতাভুক্ত কেমিক্যাল প্রোডাক্টস উৎপাদনকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান (সোডিয়াম ক্লোরাইড বা অন্যবিধ কোন লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাতীত) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসাবে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদিত ব্লক লিস্ট অনুযায়ী স্বীকৃত ঔষধ প্রতিষ্ঠান লবণ আমদানি করা যাইবে"মর্মে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় লবণ নীতি, ২০১৬ এর ৬.১৬.৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লবণ আমদানির ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিল্প কারখানা লবণকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে রাসায়নিক দ্রব্য (কস্টিক সোডা, ক্লোরিণ ইত্যাদি) উৎপাদন করে সে সমস্ত কারখানার অনুকূলে লবণ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় লবণ চাষ সুরক্ষায় সোডিয়াম ক্লোরাইড বা অন্যবিধ কোন লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কষ্টিক সোডার কাঁচামাল বা ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সাধারণ লবণের আমদানি উন্মুক্ত রয়েছে। কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান "মেসার্স গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস" এর কাঁচামাল হিসেবে লবণ আমদানিতে বিসিক-এর মতামত নিম্নরূপ

ক) রাসায়নিক দ্রব্য যেমন (ক) কস্টিক সোডা, (খ) ক্লোরিণ ও অন্যান্য কেমিক্যাল উৎপাদনে প্ল্যান্টের চাহিদা লবণের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দেশীয় লবণের স্পেসিফিকেশন গ্রহণযোগ্য না হলে বিসিক থেকে অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে কাঁচামাল আমদানি করা যেতে পারে।

খ) মেসার্স গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস এর রাসায়নিক দ্রব্য যেমন (ক) কস্টিক সোডা (খ) ক্লোরিণ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্টের চাহিত লবণের স্পেসিফিকেশন, স্থানীয় লবণের স্পেসিফিকেশনের সহিত তারতম্য থাকায় সরকারের নিয়ম মোতাবেক প্ল্যান্টের প্রয়োজন মতে কাঁচা লবণ আমদানির ছাড়পত্র দেয়া যেতে পারে।

গ) কেমিক্যাল প্ল্যান্টের লবণ ব্যবহার উপযোগী লবণ স্থানীয় উৎপাদনের জন্য কক্সবাজারের লবণ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্পকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণ উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কেমিক্যাল উৎপাদনে প্ল্যান্টের চাহিদা লবণের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দেশীয় লবণের স্পেসিফিকেশন গ্রহণযোগ্য না হলে বিসিক থেকে অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে কাঁচামাল হিসেবে লবণ আমদানিতে বিসিকের আপত্তি নেই। বিসিকের মতামত বিবেচনায় কেমিক্যাল উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণ উৎপাদনের নিমিত্ত আমদানিকৃত অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণকে স্থানীয়ভাবে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের মাধ্যমে ওয়াশ করে সরবরাহ করা হলে স্থানীয় মিলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার হবে, স্থানীয় মূল্যসংযোজন বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণ উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বাংলাদেশে প্রায় ৪ থেকে ৪.৫ লক্ষ মে. টন অপরিশোধিত লবণ বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ৩.৬০ লক্ষ মে. টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ৪.৫৯ লক্ষ মে. টন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে আমদানির পরিমাণ ২.৭১ লক্ষ মে. টন। শিল্পায়নে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে কেমিক্যাল উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণ উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলো:

সারণি-০৭: অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার

HSCODE	DESCRIPTION	CD	RD	SD	VAT	AIT	AT	TTI
2501.00.20	Salt (other than pure sodium chlo.)...solution. Salt boulder for crushing & salt in bulk	5	0	0	15	5	8	29.95%

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী কেমিক্যাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণের আমদানি ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রতি মে. টন ওয়াশড অপরিশোধিত/ বোল্ডার লবণ সিএন্ডএফ চট্রগ্রাম মূল্য ৪৫-৫০ মা.ডলার এর সাথে বিদ্যমান শুল্কহার ও অন্যান্য ব্যয় যোগ করে প্রতি মে. টন অপরিশোধিত লবণের মিলপর্যায়ের যে মূল্য দাঁড়ায় তা নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো:

সারণি-০৮: বিদ্যমান শুল্কহার ও অন্যান্য ব্যয় যোগ করে প্রতি মে. টন অপরিশোধিত লবণের মিল পর্যায়ের মূল্য

l. No	Particulars	Ass. Value	Per $	TK
1	C&F Price	46	85	3910.00
2	CD (5%)			195.50
3	RD (0%)			0.00
4	SD(0%)			0.00
5	VAT(15%)			615.83
6	AIT(5%)			195.50
7	AT(4%)			164.22
	Total Tax Incident			1171.05
	Duty Paid Value			5081.05
Other Charges				
1	River Dues with VAT			39.10
2	LC opening Commission			39.10
3	Insurance Premium			39.10
4	C&F agent Charge			15.00
5	Stevedore Bill			60.00
6	Surveyor Bill			4.00
7	Water Coaster Fare			615.00
8	Bank Interest 12% (2 Month)			325.83
9	Misc. Exp.			39.10
	Total Other Charges			1176.23
	Net Price Per MT			6257.28
	Net Price Per KG			6.26

উৎস: কমিশন কর্তৃক সংকলিত

উপরের সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কেমিক্যাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রতি মে.টন ওয়াশড অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণের আমদানি ব্যয় ৬,২৫৭.২৮ টাকা প্রতি কেজির মুল্য দাঁড়ায় ৬.২৬ টাকা। তবে আমদানিকালে প্রদেয় ভ্যাট ও ট্যাক্স উৎপাদন পর্যায়ে সমন্বয় করতে পারে।

দেশীয় লবণ চাষি সুরক্ষায় অপরিশোধিত লবণের আমদানিতে সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ভারতে প্রতি মে.টন সাধারণ অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ ১০-১২ মা. ডলার। অধিকন্তু, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য পরিবহণের ভাড়া অনেক বেশি। যা বিবেচনায় অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ প্রতি মে. টনের সিএন্ডএফ মূল্য দাঁড়াবে ৩০ থেকে ৩৫ মা. ডলার। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সল্ট ওয়াশারী প্লান্টসমূহ-কে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান করা হলে প্রতি মে. টনে

প্রায় ১৫ থেকে ২০ মা. ডলার স্থানীয় মূল্য সংযোজনের সুযোগ রয়েছে। তবে এ ধরণের আমদানির অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সকল লবণ ওয়াশারি প্লান্টের সমসুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

কেমিক্যাল পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত লবণ জাতীয় লবণ নীতি অনুযায়ী ভোজ্য ও শিল্প লবণের মোট চাহিদায় বিবেচনা করা হয়নি। কেমিক্যালের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত লবণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। স্থানীয় ওয়াশারী প্লান্টসমূহকে অপরিশোধিত লবণের আমদানির অনুমতি প্রদান করা না হলেও কেমিক্যাল উৎপাদনকারী শিল্পসমূহে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণ ব্যবহার করবে না। কারণ স্থানীয় উৎপাদিত লবণে যে হারে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকা উচিত সে হারে না থাকায় সরকার শিল্প কাঁচামাল বিবেচনায় বিশেষ এস.আর.ও জারির মাধ্যমে রেয়াতি হারে কেমিক্যাল পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে লবণ আমদানির সুযোগ প্রদান করেছে। স্থানীয় ওয়াশারী প্লান্টসমূহ কাঁচামাল হিসেবে সাধারণ অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানি করে তা কয়েক ধাপে ধৌতকরণের মাধ্যমে কেমিক্যাল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরবরাহ করবে। ফলে কেমিক্যাল পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত লবণের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প হবে স্থানীয় ওয়াশারী প্লান্ট। যার সাথে স্থানীয় লবণ চাষের কোন সম্পৃক্ততা নেই। তাই ওয়াশারী শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সাধারণ লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান করা হলে তা কেমিক্যাল পণ্যের কাঁচামাল হিসেবেই বিবেচিত হবে। এতে স্থানীয় মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

স্থানীয় লবণ মিলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এ ধরণের কাঁচামাল আমদানিতে জাতীয় লবণ নীতি ও আমদানি নীতি আদেশে লবণ আমদানি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদে আংশিক পরিবর্তন প্রয়োজন। নীতিমালায় পরিবর্তন করা হলে তা শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ ধরণের আমদানি কেইস- টু- কেইস ভিত্তিতে প্রদান করা হলে নির্দিষ্ট কোন শিল্পমালিক উপকৃত হবে। তাই নীতিমালায় পরিবর্তনের মাধ্যমে ওয়াশারী শিল্পখাতে বিদ্যমান লবণ মিল ও ভবিষ্যতে বিনিয়োগ সম্ভাব্য সকল মিলের সমান স্বার্থ নিশ্চিত হবে। সকলের স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের উপানুচ্ছেদ ৫৮ এর পরিবর্তে

> “সাধারণ লবণ (এইচ এস হেডিং নম্বর ২৫.০১) (পরিশোধিত বা বোল্ডার বা অন্যবিধ) আমদানিযোগ্য হইবে না; তবে Customs Act 1969 (Act IV of 1969) এর First Schedule এর চ্যাপ্টার ২৮ ও ২৯ এর আওতাভুক্ত কেমিক্যাল প্রোডাক্টস উৎপাদনকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান (সোডিয়াম ক্লোরাইড বা অন্যবিধ কোন লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাতীত) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসাবে এবং কষ্টিক সোডা ও ক্লোরিণ উৎপাদনে ব্যবহৃত ওয়াশড সল্ট উৎপাদনকারী ওয়াশারী প্লান্টের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমান বোল্ডার সাধারণ' লবণ এ ছাড়া, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদিত ব্লক লিস্ট অনুযায়ী স্বীকৃত ঔষধ প্রতিষ্ঠান লবণ আমদানি করা যাইবে”

শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপন এবং জাতীয় লবণ নীতি-২০২০ এর খসড়া'র ৬ষ্ট অধ্যায়ে উপানুচ্ছেদ ৬.১৬.৪ এরপর নিম্নরূপ উপানুচ্ছেদ সংযোজন করা যেতে পারে:

"স্থানীয় রাসায়নিক দ্রব্য (কস্টিক সোডা, ক্লোরিণ ইত্যাদি) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ (ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অনুপাত ২:১) স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় না। ফলে বিদেশে উৎপাদিত লবণ এক স্তর মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ২:১ অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঠিক করে রাসায়নিক দ্রব্যের কাঁচামাল হিসেবে আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে যে সকল লবণ পরিশোধনকারী শিল্পে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণকে পরিশোধনের মাধ্যমে ২:১ অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণের নিমিত্ত প্লান্ট থাকবে সে সকল প্লান্ট শিল্প আইআরসি/বেজা'র আইপি থাকা সাপেক্ষে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানি করতে পারবে"।

কমিশনের সুপারিশঃ

উপর্যুক্ত প্রতিবেদনের আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সল্ট ওয়াশেরি শিল্পের কাঁচামাল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপানুচ্ছেদ ৫৮ এর পরিবর্তে

"সাধারণ লবণ (এইচ এস হেডিং নম্বর ২৫.০১) (পরিশোধিত বা বোল্ডার বা অন্যবিধ) আমদানিযোগ্য হইবে না; তবে Customs Act 1969 (Act IV of 1969) এর First Schedule এর চ্যাপ্টার ২৮ ও ২৯ এর আওতাভুক্ত কেমিক্যাল প্রোডাক্টস উৎপাদনকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান (সোডিয়াম ক্লোরাইড বা অন্যবিধ কোন লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাতীত) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসাবে এবং কষ্টিক সোডা ও ক্লোরিণ উৎপাদনে ব্যবহৃত ওয়াশড সল্ট উৎপাদনকারী ওয়াশারী প্লান্টের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ বোল্ডার/ সাধারণ লবণ এছাড়া, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদিত ব্লক লিস্ট অনুযায়ী স্বীকৃত ঔষধ প্রতিষ্ঠান লবণ আমদানি করা যাইবে"

শব্দসমূহ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারে।

২. শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় লবণ নীতি-২০২০ এর খসড়া'র ৬ষ্ট অধ্যায়ের উপানুচ্ছেদ ৬.১৬.৪ এর পর নিম্নরূপ উপানুচ্ছেদ সংযোজন করা যেতে পারে:

"স্থানীয় রাসায়নিক দ্রব্য (কস্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ (ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অনুপাত ২:১) স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় না। ফলে বিদেশে উৎপাদিত লবণ এক স্তর মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ২:১ অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঠিক করে রাসায়নিক দ্রব্যের কাঁচামাল হিসেবে আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে যে সকল লবণ পরিশোধনকারী শিল্পে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণকে পরিশোধনের মাধ্যমে ২:১ অনুপাতে

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণের নিমিত্ত প্লান্ট থাকবে সে সকল প্লান্ট শিল্প আইআরসি/বেজার আইপি থাকা সাপেক্ষে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানি করতে পারবে"।

৩.১১ মোংলা ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস.জি.অয়েল রিফাইনারীজ লিমিটেড এর উৎপাদিত পণ্য (এডিবল অয়েল) বিগত অর্থ বছরে রপ্তানি অনধিক ১০% স্থানীয় শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের প্রাপ্ত অনুমোদন (সংযুক্ত পাতা-০১-০৩) এস.আর.ও.নং-২৩৯-আইন/২০১৯/৭৫-মূসক, তাং-৩০/৬/২০১৯ অনুযায়ী আরোপনীয় অগ্রীম কর হতে অব্যহতি প্রদান করত বিক্রয়ের অনুমোদন প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত সংক্রান্ত প্রতিবেদন

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও নং-১৮/২০০৯/শুল্ক তারিখ ৩১-০৮-২০০৯ এর মাধ্যমে এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন-এ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ১০% স্থানীয় বাজারে রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হয়। এস.আর.ও নং-৫৪৫-আইন/৮৪/৮৮৯/কাস, তারিখ ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৪ এর মাধ্যমে বলবৎকৃত The Customs (Export Processing Zones) Rules, 1984 এর বিধি-৬ ও ১০ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ এবং পদ্ধতি অনুসরণ সাপেক্ষে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় রপ্তানি/ আমদানির বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউজ/কমিশনারেটের কমিশনার উপযুক্ত বিধান অনুসারে কতিপয় শর্তাদি পূরণ ও প্রতিপালন সাপেক্ষে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় বাংলাদেশী আমদানিকারকগণের নিকট এলসির মাধ্যমে রপ্তানির অনুমতি প্রদান করতে পারবে। একই আদেশের পরিশিষ্ট 'ক'-তে ইপিজেড শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য তালিকা (পোশাক শিল্প বাদে) প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইপিজেড-এ বিনিয়োগকারীদের পণ্যের ভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে এ তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। মোংলা ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস.জি.অয়েল রিফাইনারীজ লিমিটেড এর উৎপাদিত পণ্য (এডিবল অয়েল) বিগত অর্থ বছরে রপ্তানির অনধিক ১০% স্থানীয় শুল্ক এলাকায় বিক্রয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও নং-৯২-আইন/২০২১/১৩৪-মূসক তারিখ ০৮ এপ্রিল-২০২১ এর মাধ্যমে কোন নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কে-এইচ.এস হেডিং ১৫.০৭ , ১৫.১১ ও ১৫.১৮ এর আওতায় অপরিশোধিত সয়াবিন তেল, অপরিশোধিত পাম তেল এবং এস.আর.ও নং-৯৭-আইন/২০২১/১৩৬-মূসক তারিখ ১৮ এপ্রিল-২০২১ এর মাধ্যমে এইচ.এস কোদ ১৫.১১.৯০.৯০ এর আওতায় other including refined palm oil-কে অগ্রিম আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও নং-২৩৯-আইন/২০১৯/৭৫-মূসক তারিখ ৩০ জুন-২০১৯ এ অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রিম কর (AT) হতে অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ অগ্রিম কর (AT) অব্যাহতি সুবিধা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কে প্রদান করা হয় কোন প্রকার বাণিজ্যিক আমদানিকারক দের প্রদান করা হয় নি । এছাড়া মেসার্স এস.জি.অয়েল রিফাইনারীজ লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে পরিশোধিত পণ্য যা আমদানিতে সরকার কর্তৃক অগ্রিম

কর (AT) অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি। বাংলাদেশের কোন আমদানিকারক যদি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পরিশোধিত সয়াবিন ও পরিশোধিত পাম তেল বাণিজ্যিকভাবে আমদানি করে সে ক্ষেত্রে অগ্রিম কর (AT) প্রযোজ্য। তাই এস.জি.অয়েল রিফাইনারীজ লিমিটেড থেকে আমদানির ক্ষেত্রে এ ধরনের সুবিধা প্রদান করা হলে সরকারের রাজস্ব আহরণে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। মেসার্স এস.জি.অয়েল রিফাইনারীজ লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য পরিশোধিত ভোজ্যতেল মোট রপ্তানির ১০% স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকরণে বিদ্যমান আইন ও বিধি বিধানের আলোকে আগ্রিম কর (AT) অব্যাহতি প্রদানের সুযোগ নাই।

কমিশনের মতামতঃ

মেসার্স এস.জি.অয়েল রিফাইনারীজ লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য পরিশোধিত ভোজ্যতেল বিগত অর্থ বছরে রপ্তানি অনধিক মোট রপ্তানির ১০% স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকরণের ক্ষত্রে স্থানীয় আমদানি কারকের জন্য প্রযোজ্য শুল্ক কাঠামোতে আগ্রিম কর (AT) অব্যাহতি প্রদানের সুযোগ নেই।

৩.১২ হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। আবেদিত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত চাওয়া হয়। এ বিষয়ে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে বিদ্যমান নগদ সহায়তা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন ও বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির পরিমাণ পর্যালোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন এফই সার্কুলার নং :তারিখ ৩৫-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুযায়ী হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে বিদ্যমান নগদ সহায়তা নিম্নরূপঃ

সারণি-০৯: হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে বিদ্যমান নগদ সহায়তা

ক্রমিক নং	পণ্য	হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে বরফ আচ্ছাদনের হার	নগদ সহায়তা
ক.	হিমায়িত চিংড়ি	up to 20%	১০.০০%
		Above 20% to 30%	৯.০০%
		Above 30% to 40%	৮.০০%
		Above 40%	৭.০০%
খ.		up to 20%	৫.০০%

	হিমায়িত অন্যান্য মাছ	Above 20% to 30%	৪.০০%
		Above 30% to 40%	৩.০০%
		Above 40%	২.০০%

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ এর ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, এফই সার্কুলার নং-১০ তারিখ ০৪ এপ্রিল,২০১৬ অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতি মে. টন হিমায়িত চিংড়ি ও হিমায়িত অন্যন্য মাছ রপ্তনিতে প্রতি পাউন্ড এর সিলিং মূল্য যথাক্রমে ৪.৭৪ ও ১.৩৮ মা. ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক ৪.৭৪ ও ১.৩৮ মা. ডলার অপেক্ষা বেশী মূল্যে রপ্তানি করলেও নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪.৭৪ ও ১.৩৮ মা. ডলারের উপর সারণিতে বর্ণিত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির মূল্য বিবেচনায় একজন রপ্তানিকারক যে হারে নগদ সহায়তা পাচ্ছে তা হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে প্রতীয়মান।

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি মাছের চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। বিশ্ববাজারে মোট বাজারজাতকৃত চিংড়ির প্রায় ৭% ভেনামি চিংড়ি যা কম খরচে অধিক পরিমানে উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এ প্রজাতির চিংড়ির বাণিজ্যিক উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করা হয় নি। স্থানীয় জাতের চিংড়ি রপ্তানি করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে মূল্যে প্রতিযোগী হওয়া কঠিন। স্থানীয় প্রজাতির চিংড়ির উৎপাদন ব্যয় ও ভেনামি চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজার দরের যে পার্থক্য তা সরকার কর্তৃক নগদ সহায়তা ও ভর্তূকি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিযোগী করা সম্ভব নয়। এক্ষত্রে যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিক বাজারে সর্বাধিক সমাদৃত ভেনামি চিংড়ি বাণিজ্যিক উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করা। তাই মৎস ও প্রানীসম্পদ মন্ত্রণালয় কে ভেনামি চিংড়ি বাণিজ্যিক উৎপাদনের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

কমিশনের মতামতঃ

ক) হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে বিদ্যমান হারে নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখা যেতে পারে;

খ) আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী মূল্যে হিমায়িত চিংড়ির রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে মৎস ও প্রানীসম্পদ মন্ত্রণালয় কে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক উৎপাদনের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান যেতে পারে।

৩.১৩ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

(ক) কম পক্ষে ১০টি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(খ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে ৩টি সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন।

(গ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক ১টি সচেতনতামূলক গণশুনানি আয়োজন।

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রয়টার্স থেকে আন্তর্জাতিক বাজারদর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কমপক্ষে ০৫ টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩। গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

Dry Fish : An Emerging Addition in export Basket সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন; লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে পাথেয় করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পথে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের এ যাত্রাকে সমুন্নত রাখতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যার কারণে সরকার বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণকরতঃ বাজার সম্প্রসারণ করা, বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন সম্পাদন, অবকাঠামোর উন্নয়ন, বাণিজ্য সহজীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের এ সকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে ইনপুট হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অফার/অনুরোধ তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, মতামত ইত্যাদি প্রণয়নসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণের মাধ্যমে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগের সম্পাদিত ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়ন ছাড়াও নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। এ সকল সম্পাদিত কার্যাদি বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুট ইত্যাদি গত অর্থবছরে সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাদির মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলো। এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজসমূহকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়:

১) বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই;

২) বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন;

৩) বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রণয়ন;

৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রণয়ন;

৫) মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর ব্রিফ,ইনপুট প্রস্তুত;

৬) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইন্ট্রিগেটেড ডেটাবেইজ হালানাগাদকরণ;

৭) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাংলাদেশের সিডিউল অফ কমিন্টমেন্ট সংক্রান্ত মতামত প্রদান;

৮) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

৪. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

৪.১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি (Integrated Data Base) হালনাগাদকরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি তথা Integrated Data Base-এ বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদকরণের জন্য অনুরোধ জানায়। সে অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের আমদানি এবং শুল্ক সংক্রান্ত হালনাগাদকৃত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়। উক্ত ডেটাবেজে আমদানি সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন ব্যবহার (Home Consumption) এবং এইচ.এস. কোড অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছরের মাসভিত্তিক উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়েছে। ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হার (MFN Rate) এবং রেয়াতপ্রাপ্ত শুল্ক হারের ক্ষেত্রে সাফটা চুক্তির প্রযোজ্য হার (SAFTA Rate) ও আপটা চুক্তির প্রযোজ্য হার (APTA Rate) ইত্যাদি তথ্যও সন্নিবেশ করা হয়।

৪.২ রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) বা আরসিইপি (RCEP) -এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে আরসিইপি-ভুক্ত দেশসমূহ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি, বিশ্ব বাণিজ্যে অবস্থান, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, শূল্ক কাঠামো পর্যালোচনা এবং দেশ ভিত্তিক Trade Policy Regime বিশ্লেষণ করা হয়। একইসাথে উক্ত চুক্তির বিষয়ওয়ারী ধারা সমূহ পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (General Equilibrium Model) এবং পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Partial Equilibrium Model) ব্যবহার করে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩ খসড়া FTA Template প্রণয়ন সংক্রান্ত

বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অথবা প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণের প্রেক্ষিতে একটি খসড়া এফটিএ (FTA) টেমপ্লেট প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত "Towards the preparation of FTA Guidelines and Template for Free Trade Area Agreement: Key findings and possible challenges" শীর্ষক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষণসমূহ বিবেচনায় নেয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু FTA (ভারত-জাপান, ইএইইউ-ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা-সিঙ্গাপুর, ভারত-মালয়েশিয়া, আরসিইপি (RCEP), অস্ট্রেলিয়া-মালায়েশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র-কলাম্বিয়া ইত্যাদি)-এর টেক্সটের আলোকে FTA Template প্রণয়নকল্পে একটি Draft Text প্রস্তুত করা হয়। তবে উক্ত Draft Text

টি বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত কোন স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট (Standard Text) নয় , বরং এটি শুধুমাত্র উল্লিখিত এফটিএ-তে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের অবস্থান হতে গৃহীত যা বিভিন্ন বিষয়ের আওতায় কি ধরনের Provision অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সে সম্পর্কে ধারনা প্রদানের একটি প্রয়াস। এ প্রেক্ষাপটে উক্ত Draft Text-এ অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং ধারাসমূহ সম্পর্কে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অবস্থান নির্ধারণের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং Stakeholder Consultation প্রয়োজন উল্লেখপূর্বক উক্ত Draft Text বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪ খসড়া Policy Guideline on Regional Trade Agreement 2022- এর ওপর মতামত প্রদান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া Policy Guideline on Regional Trade Agreement 2022- এর ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উক্ত খসড়া পলিসি গাইডলাইন পর্যালোচনাপূর্বক প্রস্তাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দেশ বা বাণিজ্য জোট সনাক্তকরণে অগ্রাধিকার নির্ধারন, অন্তর্ভুক্তিযোগ্য বিষয়াদি এবং পরিধি, প্রাক নেগোসিয়েশন ও নেগোসিয়েশন কার্যক্রম, বাস্তবায়ন ও অভিঘাত নির্ধারণ, ট্রেড এক্সপার্ট পুল সহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৫ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার জন্য ইনপুটস প্রেরণ

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশন বরাবর অনুরোধ জানানো হয়। প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, উভয় দেশের মোট বাণিজ্যে উক্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের অবস্থান, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য পর্যালোচনা, মালয়েশিয়ার বাজারে বিদ্যমান ট্যারিফ এবং আমদানি বিষয়ক অন্যান্য নিয়মনীতি, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সহ বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পক্ষে কিছু বিবেচ্য বিষয়/বাচ্যাবলী প্রস্তাব পূর্বক প্রণীত ইনপুটস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৬ বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুরের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর অগ্রাধিকারমূলক/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্য ভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, ট্যারিফ কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো, জনশক্তি আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি, বাণিজ্য নীতি এবং অগ্রাধিকার ইত্যাদি–বিশ্লেষণ সহ পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Partial Equilibrium Model) এবং জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (General Equilibrium Model) ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৭ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি / এফটিএ (FTA) অথবা প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/পিটিএ (PTA) অথবা ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব প্রকৃতির চুক্তি/ সেপা (CEPA) স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি বিধান/আইন-কানুন বা নীতিসমূহের পরিবর্তন/ সংশোধন/পরিমার্জন বিষয়ে মতামত প্রেরণ

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তা মনিটরিং সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়ভিত্তিক সাতটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত উপ-কমিটি সমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা এবং বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত উপ-কমিটি (Sub-Committee on Preferential Market Access & Trade Agreement) (কমিটির লিডঃ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং কো লিডঃ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-এর কর্মপরিধিতে উক্ত কমিটি এফটিএ (FTA)/ পিটিএ (PTA)/ সেপা (CEPA) স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান/আইন-কানুন বা নীতিসমূহের পরিবর্তন/সংশোধন/ পরিমার্জন বিষয়ে প্রস্তাব প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে এফটিএ (FTA)/ পিটিএ (PTA)/ সেপা (CEPA) স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে যে ধরনের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান/আইন কানুন বা নীতিসমূহের পরিবর্তন/সংশোধন/ পরিমার্জন করতে হবে সে সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত "Towards the preparation of FTA Guidelines and Template for Free Trade Area Agreement: Key findings and possible challenges" শীর্ষক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি প্রস্তাবনা প্রণয়ন পূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৮ বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর-এর মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য ভার্চুয়াল সভা উপলক্ষে ব্রিফ এবং Power Point Presentation প্রণয়ন

গত অক্টোবর ২০২১ তারিখে বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের সাথে সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় (Ministry of Trade and Industry)-এর পার্মানেন্ট সেক্রেটারি (ডেভেলপমেন্ট) (Permanent Secretary, Development) এর ভার্চুয়াল সভা উপলক্ষ্যে একটি কান্ট্রি ব্রিফ (Country Brief) এবং এ সংক্রান্ত একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা (Power Point Presentation) প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ-এর নিকট অনুরোধ জানানো হয়। প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রেক্ষাপটসহ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং রেমিটেন্স উৎস হিসাবে সিঙ্গাপুরের অবস্থানের উপর আলোকপাতপূর্বক বাংলাদেশের মূল বিবেচ্য বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে একটি ব্রিফ এবং একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা (Power Point Presentation) প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৯ বাংলাদেশের ট্যারিফ পলিসি প্রণয়নকল্পে খসড়া কনসেপ্ট নোট প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ট্যারিফ পলিসি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কনসেপ্ট নোট প্রস্তুত করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। একই প্রজ্ঞাপনে ট্যারিফ পলিসির Concept Note প্রণয়ন তত্ত্বাবধানের উদ্দ্যেশ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে আহবায়ক করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে উক্ত কনসেপ্ট নোট প্রণয়নের উদ্দ্যেশ্যে কমিশন কর্তৃক ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া কনসেপ্ট নোট পরবর্তী আলোচনার উদ্দেশ্যে কমিশন হতে তত্ত্বাবধান কমিটির সদস্য সচিব (পরিচালক ১, ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৪.১০ বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রটোকলের বিষয়ে মতামত প্রদান

ঢাকাস্থ রাশিয়ান দূতাবাস হতে প্রেরিত "Protocol between the Federal Customs Service (Russian Federation) and the Ministry of Commerce of the People's Republic of Bangladesh on administrative cooperation, Information exchange and mutual assistance under the unified system of tariff preferences of the Eurasian Economic Union" শীর্ষক খসড়া প্রটোকলের ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ হতে পণ্য রপ্তানিতে রাশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত শুল্ক সুবিধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য Rules of Origin (RoO) ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে যাচাইয়ের ব্যবস্থা চালুকরণের লক্ষ্যে খসড়া প্রটোকলটি প্রণীত হয়েছে বলে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়। কমিশন খসড়াটি পর্যালোচনা করে তাঁর মতামত প্রণয়ন করে।

৪.১১ সিঙ্গাপুরের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য দেশ সমূহের বাণিজ্য নীতির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিটি সদস্য দেশের বাণিজ্য নীতি WTO-এর নিয়ম-নীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে, যা 'ট্রেড পলিসি রিভিউ' নামে পরিচিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় কোন সদস্য দেশের ট্রেড পলিসি সদস্য দেশের সরকার ও WTO সচিবালয় কর্তৃক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে যার ওপর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থাকে। ২০২১ সালে সিঙ্গাপুরের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কে সিঙ্গাপুর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও ডব্লিওটিও সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের ওপর প্রশ্ন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। কমিশন প্রতিবেদন দুটি পর্যালোচনা করে মোট ০৩ (তিন) টি প্রশ্ন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.১২ UK-GSP এবং Tariff Schedule ও Policy এর জন্য Consultation বিষয়ে মতামত প্রদান

EU-GSP এর আদলে ০১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে UK-GSP চালু হয়েছিল। উক্ত UK-GSP এবং Tariff Schedule ও Policy এ সম্ভাব্য পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তরাজ্যের Department of International Trade (DIT) এর উদ্যোগে ০৮ (আট) সপ্তাহব্যাপী (১৯ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত) Consultation চলমান থাকবে মর্মে জানানো হয়েছিল। এ বিষয়ে কৌশলগত অবস্থান ও করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন UK-GSP এবং Tariff Schedule ও Policy এ সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের সম্ভাব্য অবস্থান বিষয়ে মতামত প্রণয়ন করে। অধিকন্তু, কমিশন তাঁর মতামতে, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর একটি transition period এ (সম্ভব হলে পাঁচ বছর) LDC framework এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা স্কীম বহাল রাখা ও transition period এর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত Enhanced Framework এর সুবিধাভোগী দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে।

৪.১৩ বিডা কর্তৃক আয়োজিতব্য International Investment Summit (IIS)-শীর্ষক সামিটে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর উদ্যোগে ২৮-২৯ নভেম্বর ২০২১ সময়ে ঢাকায় ০২ (দুই) দিন ব্যাপী International Investment Summit (IIS)- শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সামিট আয়োজনের জন্য কতিপয় বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য বিভিন্ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন-এঁর নিকট বিডা কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন International Investment Summit উপলক্ষ্যে প্রণীত ধারণাপত্রটি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে।

৪.১৪ বাণিজ্য অর্থায়ন সংক্রান্ত থিমেটিক গ্রুপের প্রথম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের চ্যালেন্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি,পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত Sub Committee on Investment, Domestic Product Development & Export Diversification-এর আওতায় গঠিত 'Trade Finance Thematic Group'-এর একটি সভা গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে থিমেটিক গ্রুপের সদস্যগণকে ৩-৪ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থিমেটিক গ্রুপের সমন্বয়কের নিকট প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বাণিজ্য অর্থায়ন এর পরিধিভুক্ত বিভিন্ন দিক, তথা-ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের আমদানি ও রপ্তানির জন্য অর্থায়ন; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়নের উৎস ও হাতিয়ার; বাণিজ্য অর্থায়নে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ; Emerging Developing Countries এর বাণিজ্য অর্থায়ন; বাণিজ্যে অর্থায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ; বাণিজ্য ভিত্তিক মানি লন্ডারিং ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৪.১৫ ভারতে বাংলাদেশের পণ্য Port Restriction এর সম্মুখীন হওয়া বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ হতে ভারতে পণ্য রপ্তানিকালে বিভিন্ন পণ্যে Port Restriction সহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মর্মে ব্যবসায়ী সংগঠন হতে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তথ্য প্রদান ও সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবনাসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বিভিন্ন উৎস (বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ও ভারতের Directorate General of Foreign Trade এর ওয়েবসাইট এবং ভারতের ২০২০ সালের Trade Policy Review, WTO secretariat report) হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থল বন্দর ও শুল্ক স্টেশন পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের তথ্যের আলোকে চূড়ান্ত করা হবে।

৪.১৬ Bangladesh-Sri Lanka Preferential Trade Agreement (BS-PTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে Request List প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদনের বিষয়ে নেগোসিয়েশন চলমান ছিল। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে অনুষ্ঠিত ২য় টিএনসি (ট্রেড নেগোসিয়েশন কমিটি) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে দু'দেশের অনুরোধ তালিকা (রিকোয়েস্ট লিস্ট) বিনিময় করার নির্দেশনা ছিল। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকা প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ অনুরোধ তালিকা প্রণয়নের জন্য গত ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে একটি অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যসহ দু'দেশের বিশ্ব বাণিজ্য, শুল্ক কাঠামো বিশ্লেষণ ও অংশীজন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য ১৩২টি এবং ৩৪টি পণ্য বিশিষ্ট ০২টি অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

৪.১৭ বাংলাদেশ-শ্রীলংকা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BS-PTA) এর আওতায় শ্রীলংকা কর্তৃক প্রেরিত Request list এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের Offer List প্রণয়ন

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-শ্রীলংকা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BS-PTA) এর আওতায় শ্রীলংকার পক্ষ হতে রিকোয়েস্ট লিস্ট এর বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গত ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে একটি অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন অংশীজন হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে অফার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ৯০টি পণ্য চিহ্নিত করা হয়। এ পণ্যসমূহে বাংলাদেশের আমদানি, রাজস্ব আদায়ের পরিমান, আমদানি শুল্কহার, সম্পূরক শুল্কহার, রেগুলেটরি ডিউটি এর হার এবং বিশ্ব বাজারে শ্রীলংকার রপ্তানি ইত্যাদি তথাদি বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য Margin of Preference (MOP) প্রস্তাবপূর্বক বাংলাদেশের সম্ভাব্য অফার তালিকাসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৪.১৮ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের জন্য ভারত থেকে উন্নত মানের ক্লোন আমদানি বিষয়ে ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে ভারতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের জন্য ভারত থেকে উন্নত মানের ক্লোন আমদানির জন্য রাবার বোর্ড কর্তৃক ভারতের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হয়। পরবর্তীতে ভারতীয় সংস্থা হতে জানানো হয় যে, রাবার বোর্ডের নিকট উন্নতমানের রাবার ক্লোন রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রাবার

বোর্ডের জন্য ভারত থেকে উন্নত মানের ক্লোন আমদানি বিষয়ে ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে ভারতীয় সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট অনুরোধ জানানোর জন্য বন, পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশের রাবার খাতের সামগ্রিক চিত্র, রাবার খাত সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহ; বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এ সমস্যা সমাদনকল্পে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৪.১৯ বাংলাদেশ-চীন দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BC-FTA) সম্পাদনের যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ এবং চীন-এর মধ্যকার প্রস্তাবিত দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কতৃর্ক প্রণয়ন করা হয়েছিল। উল্লিখিত প্রতিবেদনটিতে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি, ডব্লিউটিও গাইডলাইন এবং বিদ্যমান কার্যকর দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পরিমার্জন/সংশোধনপূর্বক প্রতিবেদন পুনরায় প্রণয়ণ করার জন্য মন্ত্রণালয় কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ এবং চীন-এর মধ্যকার প্রস্তাবিত দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা বিষয়ে Agreed Outline অনুযায়ী মূলত বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত অংশের ওপর খসড়া প্রতিবেদন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক ২০১৯ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি, ডব্লিউটিও গাইডলাইন এবং বিদ্যমান কার্যকর দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনাপূর্বক উল্লিখিত প্রতিবেদনটি হালনাগাদ ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়।

৪.২০ মাননীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি মহোদয়ের মরক্কো ও মিশরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর শেষ সপ্তাহে দ্বিপাক্ষিক সরকারি সফর উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য ব্রিফ প্রণয়ন

মাননীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি মহোদয়ের ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর শেষ সপ্তাহে মরক্কো ও মিশরে দ্বিপাক্ষিক সরকারি সফর উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারি ২০২২ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের জন্য তথ্য (inputs) ও বাচ্যাবলী (talking points) প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক জরুরি ভিত্তিতে তথ্য (inputs) ও বাচ্যাবলী (talking points) সহ ব্রিফ প্রণয়ন করা হয়।

৪.২১ সংযুক্ত আরব আমিরাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফরের প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা উপলক্ষে ইনপুটস প্রণয়ন

৮ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের তথ্য সংকলন করে অতি জরুরি ভিত্তিতে খসড়া ইনপুটস প্রণয়ন করে।

৪.২২ Gulf Cooperation Council (GCC)-ভুক্ত দেশসমূহে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

GCC-ভুক্ত দেশসমূহে (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার ও ওমান) রপ্তাণীযোগ্য পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত পণ্য তালিকা পর্যালোচনার বিষয়ে গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, GCC-ভুক্ত দেশসমূহে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কি ধরণের কৌশল অবলম্বন করা যায় এবং কোন নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার বিদ্যমান রয়েছে কিনা সে বিষয়ে জিসিসিভুক্ত দেশসমূহের কমার্শিয়াল উইং ও বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ বিভিন্ন অংশীজনের নিকট তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) হতে প্রাপ্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট দেশের সর্বশেষ ট্রেড পলিসি রিভিউ (WTO secretariat report)-সহ বিভিন্ন অনলাইন উৎস (সরকারি) হতে তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৪.২৩ South Asian Free Trade Area (SAFTA) ও Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ উপকৃত হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ অনুবিভাগের নভেম্বর ২০২১ মাসের সমন্বয় সভায় South Asian Free Trade Area (SAFTA) ও Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ উপকৃত হচ্ছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের তথ্য উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে SAFTA শুল্ক সুবিধার আওতায় বাংলাদেশের রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য SAARC সচিবালয় হতে সংগ্রহ এবং APTA শুল্ক সুবিধার আওতায় বাংলাদেশের রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য UNESCAP হতে সংগ্রহের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে

পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ অনুবিভাগের ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে সংগৃহীত আমদানি সংক্রান্ত মাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৪.২৪ বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক খসড়া পুঁজি, বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক খসড়া পুঁজি, বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি খসড়া চুক্তি চুক্তির Article 4 (Most-Favored-Nation Treatment) এর ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়।শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন খসড়া চুক্তির Article 4 (Most-Favored-Nation Treatment) এর ওপর মতামত প্রণয়ন করে।

৪.২৫ “Fresh Draft on the Agreement on Investment Protection, received from Sri Lanka side” বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে শ্রীলংকা হতে প্রেরিত “Fresh Draft on the Agreement on Investment Protection, received from Sri Lanka side” বিষয়ে মতামত/ইনপুটস প্রদান করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বিনিয়োগ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির Fresh Draft এর ওপর মতামত প্রণয়ন করে।

৪.২৬ বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ৩য় Foreign Office Consultation (FOC) এর জন্য ইনপুটস প্রণয়ন

এপ্রিল ২০২২ মাসের ২য় সপ্তাহে নেপালে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ৩য় FOC এর জন্য ইনপুটস/মতামত প্রদানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের তথ্যাদি সংকলন করে ইনপুটস প্রণয়ন করে।

৪.২৭ দক্ষিণ সুদানের সাথে Contract Farming চুক্তির উপর মতামত প্রণয়ন

জানুয়ারি ২০২২ এর শেষের দিকে সুদানের কৃষিমন্ত্রী সহ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফরকালে Contract Farming চুক্তির ওপর আলোচনায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া Contract Farming Agreement এর

ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। কমিশন খসড়া চুক্তিটি পর্যালোচনা করে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের ওপর মতামত প্রণয়ন করে।

৪.২৮ দক্ষিণ সুদানের মাননীয় পররাষ্ট্র, কৃষি, বাণিজ্য, ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীবর্গের বাংলাদেশের আসন্ন সরকারি সফর উপলক্ষ্যে ব্রিফ, বাচ্যাবলী (talking points) প্রস্তুতকল্পে ব্রিফ প্রণয়ন

জানুয়ারি ২০২২ মাসের শেষার্ধে দক্ষিণ সুদানের মাননীয় পররাষ্ট্র, কৃষি, বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীবর্গসহ একটি প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ-দক্ষিণ সুদানের দ্বি-পাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্রিফ, বাচ্যাবলী (talking points) প্রস্তুত করার জন্য দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথাদি প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। কমিশনের দক্ষিণ সুদানের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের চালচিত্র, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং বাচ্যাবলীসহ একটি ব্রিফ প্রণয়ন করে।

৪.২৯ বাংলাদেশ-চীন যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের ১৫তম সভায় আলোচ্যসূচির বিষযে তথ্য/মতামত প্রেরণ

মে ২০২২ সময়ে বাংলাদেশ-চীন যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের ১৫ তম সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজনের জন্য চীন কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছিল। এ সভার আলোচ্যসূচি সংক্রান্ত তথ্যাদি/মতামত প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন পণ্য ও সেবাখাতে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর হালনাগাদ তথ্যাদি এবং উক্ত সভায় ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর কমপক্ষে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর চীন কর্তৃক প্রদত্ত শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাবসহ ইনপুটস প্রণয়ন করে।

৪.৩০ বাংলাদেশ ও Eswatini এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ইনপুটস প্রণয়ন

১৮-২০ জুলাই ২০২২ সময়ে Eswatini এর মাননীয় মন্ত্রী (Commerce, Industry and Trade) এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষ্যে Eswatini এর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি সংস্থা কর্তৃক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে ইনপুটস প্রণয়ন করে।

৪.৩১ আফ্রিকা মহাদেশের দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন

আফ্রিকা মহাদেশের কোন কোন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার আলোকে কমিশন কর্তৃক এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এ প্রতিবেদনে আফ্রিকান দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি এইচএস ২ ডিজিট লেভেলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের মোট ২৬টি রপ্তানি খাত চিহ্নিত করা হয় এবং এ খাতসমূহে বিশ্ববাজার হতে আফ্রিকান দেশসমূহের আমদানি বিবেচনায় নিয়ে মোট আফ্রিকান ১৮টি সম্ভাবনাময় দেশ চিহ্নিত করা হয়। এ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, নাইজেরিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, কেনিয়া, ইথিউপিয়া, ঘানা, আইভরিকোস্ট, সুদান, তাঞ্জানিয়া, লিবিয়া, এঙ্গোলা, সোমালিয়া, মরিশাস, উগান্ডা ও জাম্বিয়া। রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ বিবেচনায় এ দেশসমূহের মধ্যে ০৫ (পাঁচ) টি দেশ যথা দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, নাইজেরিয়া, মরক্কো ও আলজেরিয়া ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

৪.৩২ সৌদি আরবস্থ Al Mamal Trading Est. কোম্পানি কর্তৃক Bangladesh Institute of Bio-Medical Engineering and Technology (SBIBMET) স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া চুক্তির ওপর মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশে Bio-Medical Engineering বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সৌদি আরবস্থ AL Mamal Trading Company কর্তৃক Bangladesh Institute of Bio-Medical Engineering and Technology (SBIBMET) স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) ও সৌদি আরবস্থ AL Mamal Trading Company কোম্পানির মধ্যে Contact Agreement স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া চুক্তি ওপর মতামত প্রদান করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়। কমিশন খসড়া চুক্তিটি পর্যালোচনা করে চুক্তিটির মোট ০৬ (ছয়) টি বিষয়ে/অনুচ্ছেদের ওপর মতামত প্রণয়ন করে।

৪.৩৩ বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার ৩য় Foreign Office Consultation (FOC) এর জন্য ইনপুটস প্রণয়ন

২৩ মে ২০২২ অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার মধ্যে FOC সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বাচ্যাবলী, ব্রিফ ও অন্যান্য দলিলাদি প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি, বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্যের তালিকা ও বাচ্যাবলী সহ ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩৪ বিটিটিসি এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ অনুবিভাগের জুন, ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় যে সকল দেশের সাথে বাংলাদেশের PTA নেগোসিয়েশন চলছে সে সকল দেশের সাথে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, ব্যালেন্স, তারতম্য ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক চুক্তিসমূহ যেমন-SAFTA, APTA, D-8 PTA, BIMSTEC, বাংলাদেশের সাথে বিবেচনাধীন দ্বি-পাক্ষিক PTA (নেগোসিয়েশন চলমান) দেশসমূহ যথা নেপাল, ইন্দোনেশিয়া; বাংলাদেশের একমাত্র দ্বি-পাক্ষিক PTA বাণিজ্য চুক্তিভুক্ত দেশ ভূটান এবং জিসিসি এর সাথে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি, শীর্ষ রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক দেশসমূহ ইত্যাদির তথ্যসমূহ সংকলন করে কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.btc.gov.bd)-এ প্রকাশ করা হয়।

৪.৩৫ বাংলাদেশ-মরিশাস মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ-মরিশাস মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়টি বিবিচনায় নিয়ে উভয় দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান, দু'দেশের বিদ্যমান শূল্ক কাঠামো, বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি, মরিশাসের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ; TradeSift Software ব্যবহার করে বিভিন্ন Trade Indicator বিশ্লেষণ; Partial Equilibrium Model হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) ব্যবহার করে সম্ভাব্য Trade Creation, Trade Diversion এবং Standard GTAP model (a Computable General Equilibrium Model of global trade) ব্যবহার করে বিভিন্ন সেক্টর সহ সমগ্র অর্থনীতির ওপর সম্ভাব্য প্রভাবসহ রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রতিবেদনে সার্বিক দিক বিবেচনায় মরিশাসের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.৩৬ বাংলাদেশ-মরিশাস সংশ্লিষ্ট "Trade and Business Opportunities between Bangladesh and Mauritius" সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ

বাংলাদেশ-মরিশাস সংশ্লিষ্ট "Trade and Business Opportunities between Bangladesh and Mauritius" সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়টি নিয়ে উভয় দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান, দু'দেশের বিদ্যমান শূল্ক কাঠামো, বাণিজ্য

সংক্রান্ত নীতি, মরিশাসের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৩৭ বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া তৃতীয় ফরেন মিনিস্ট্রি কনসালটেশন, ০৪ এপ্রিল ২০২২ এর জন্য তথ্য প্রদান

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া তৃতীয় ফরেন মিনিস্ট্রি কনসালটেশন, ০৪ এপ্রিল ২০২২ এর জন্য তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উভয় দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান, দু'দেশের বিদ্যমান শূল্ক কাঠামো, বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি, দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ।

৪.৩৮ দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০২১ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য দেশ সমূহের বাণিজ্য নীতির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিটি সদস্য দেশের বাণিজ্য নীতি WTO এর নিয়ম নীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে, যা ট্রেড পলিসি রিভিউ নামে পরিচিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় কোন সদস্য দেশের ট্রেড পলিসি সদস্য দেশের সরকার ও WTO সচিবালয় কর্তৃক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে যার উপর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থাকে। ২০২১ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কে দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও ডব্লিওটিও সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের ওপর প্রশ্ন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। কমিশন প্রতিবেদন দুটি পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.৩৯ ট্রিপস চুক্তির আর্টিক্যাল ৬৬.২-এর আওতায় প্রদত্ত "Survey on LDC needs and priorities for technology transfer" বিষয়ে মতামত প্রদান

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তির আর্টিক্যাল ৬৬.২-এর আওতায় প্রদত্ত "Survey on LDC needs and priorities for technology transfer" বিষয়ে মতামত প্রদান বিষয়ে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সংক্রান্ত নোটিফিকেশন বিশ্লেষণ পূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী কমিশনের মতামত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪০ "G90 Ministerial Declaration on Special and Differential Treatment" সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

"G90 Ministerial Declaration on Special and Differential Treatment"-এর ওপর কমিশনের মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি সুবিশেষ গুরুত্বারোপ করে কমিশনের মতামত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪১ অন্যান্য কার্যাবলী

- মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কম্বোডিয়া সফর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ-কম্বোডিয়ার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ।
- বাংলাদেশ-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি/এফটিএ (FTA) অথবা ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব প্রকৃতির চুক্তি/সেপা (CEPA) সম্পাদনের সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ।
- বাংলাদেশ থাইল্যান্ড ২য় ফরেন অফিস কন্সালটেশন (Foreign Office Consultation) বিষয়ে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য তথ্য প্রেরণ।
- বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট গ্রুও অফ কাস্টমস (Bangladesh-India Joint Group of Customs (JGoC)-এর ১২ তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ১৩ তম সভার আলোচ্যসূচীর জন্য তথ্য/ইনপুটস প্রেরণ।
- বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় ফরেন অফিস কন্সালটেশন (Foreign Office Consultation) সভা উপলক্ষ্যে তথ্য প্রেরণ।
- বাংলাদেশ -মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইনপুটস প্রেরণ।
- খসড়া আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি নীতিমালা ২০২২ (Regional Trade Agreement (RTA) Policy 2022)-এর প্যারা H(i)(b)-এ ফিজিবিলিটি স্টাডি (Feasibility Study) শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত টেক্সট (Text) বিষয়ে কমিশনের মতামত ।
- ড্রাফট National Adaptation Plan (NAP)-এর ওপর মতামত।
- মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কম্বোডিয়া সফর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ-কম্বোডিয়ার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ।

৪.৪২ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

২। সার্ক সেবা বাণিজ্য (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৪। ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫। বে অব বেঙ্গল ইনিয়েসিটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৬। ডি-৮ দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৭। কমপক্ষে ২ (দুই) টি দেশ/অঞ্চলের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি(এফটিএ)/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।

৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১০। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১১। বাংলাদেশের ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি-এর খসড়া প্রণয়ন।

১২। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ।

১৩। সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে ইনপুটস প্রদান।

১৪। বিবিধ কাজ।

৫. কমিশনে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

৫.১ সমস্যাবলী

৫.১.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেউফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে বিধিমালা অনুযায়ী পদ্ধতিসমূহ অনুসরণে সমস্যাবলীঃ

বিভিন্ন সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য আমদানিতে ডাম্পিং এর অভিযোগ আনলেও বিভিন্ন কারণে এর প্রতিকারের বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আবেদন করেননি অথবা করতে পারেননি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রধানত নিম্নলিখিত তিনটি কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করে না:

ক. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের জন্য বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় যা সময়সাপেক্ষ;

খ. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ আবেদন পেশ করতে হয়, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদন করতে বিরত রাখে;

গ. আইন অনুযায়ী অসম প্রতিযোগিতা থেকে স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের বিধান থাকলেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক এবং আমদানি পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষণ দেয়া হয়। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোন তথ্য সরবরাহ করতে হয় না, যার ফলে দ্রুতই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

৫.১.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগ, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগে তথ্য বিশ্লেষণ এবং মতামত প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক টুলস ব্যবহার করা প্রয়োজন কিন্তু এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে কোন প্রশিক্ষণ নেই। বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সকল সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ইকোনমিক মডেল ব্যবহার করা হলেও এ ক্ষেত্রে নিয়মিত উন্নত (এডভান্সড) পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জরুরি। এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেশে অপ্রতুল থাকায় বিদেশের বিভিন্ন ট্রেড একাডেমির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা জরুরি। কমিশনের সাথে এ পর্যন্ত এ ধরনের কোন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়নি। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার প্রয়োজন।

৫.১.৩ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণাধর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখানে বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশীয় উৎপাদন, বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির পাশাপাশি শুল্কহার, শুল্ক আহরণের পরিমাণ, ইত্যাদি তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিত প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সকল তথ্য সংগ্রহপূর্বক একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার

(Database) না থাকায় তথ্যসমূহ প্রক্রিয়া বা বিশ্লেষণ উপযোগী করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ কারণে একটি নিজস্ব সমন্বিত তথ্যভান্ডার (Database) জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন।

৫.১.৪ কমিশনের জনবলের স্বল্পতা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলানের অভাব।

৫.১.৫ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৫.১.৬ নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তাদান, শিল্পজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, শিল্প সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি ও শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান, পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ এ জাতীয় কাজে ব্যবসায়ীদের একটি সিঙ্গেল সোর্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা দরকার। তাছাড়া সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নসহ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এবং স্বল্পোন্নদ দেশ হতে উত্তরণ হওয়ার পর বর্তমান শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ সকল কাজ বাস্তবায়নে দেশীয় ও বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি সক্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

৫.২ সুপারিশমালা

৫.২.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদন করাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত সকল বিধিমালা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী জারি করা হয়েছে। এ কারণে এসকল শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে তা হ্রাস করা সম্ভব নয়। তবে এসব বিধিমালার আওতায় তদন্ত শুরুর ষাট দিন পর সাময়িক শুল্ক আরোপ করা সম্ভব, যার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব দ্রুত সংরক্ষণ দেয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করছে এবং ভবিষতেও আয়োজন করতে পারে। এছাড়া, শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালার আশ্রয় গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

খ. বিধিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ডাম্পিং/ভর্তুকি তথ্য,আমদানি বৃদ্ধি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য এবং এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে হয়। যেহেতু বিধিমালাসমূহ বিশ্ব

বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে, সেহেতু এসকল নিয়মের ব্যত্যয় সম্ভব নয়। তবে সংরক্ষণ প্রত্যাশী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যথা ডাম্পিং/ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি, হালনাগাদ আমদানির তথ্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর, সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন, সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণের নাম, সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারেন না। এসকল তথ্য অনেক সময় তাদের নিকট থাকে না, যে কারণে তারা সঠিকভাবে কোন আবেদন করতে পারেন না। একারণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

সারণি-১০: তথ্যের উৎস ও সমস্যা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায়

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি	রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
হালনাগাদ আমদানির তথ্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে যে কোন পণ্যের আমদানি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকৃত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর	অভিযোগকৃত দেশে গিয়ে পণ্যটি ক্রয় করে তার রশিদ অথবা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা অথবা ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
	তথ্য অথবা অভিযোগকৃত দেশে পণ্যটির উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত বাজার দর অথবা অভিযোগকৃত দেশ হতে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানির মূল্য	দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন	বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে কোন তথ্য প্রস্তুত করা হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করে তাও খাত ভিত্তিক এবং এর সংখ্যাও সীমিত। তবে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন সংগ্রহ করার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব। এর মাধ্যমে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের বৈধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদন জানা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে: ১. সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণের তথ্য সরবরাহ করতে হবে যা কমিশন সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য হতে যাচাই করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে কমিশনকে নিয়মিত ভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ২. শিল্প মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দেশীয় পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ৩. দেশে বিদ্যমান ট্রেড এসোসিয়েশনসমূহ তাদের সদস্যদের নিকট হতে উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারকগণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকারকের Business	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
	Regustration number সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানিকারকগণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে রপ্তানিকারকগণের হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে রপ্তানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি	যে কোন শিল্পের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট বিদ্যমান রয়েছে, তবে এসকল তথ্য-উপাত্ত Generally Accepted Accounting Principle (GAAP)অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে।	দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে GAAP অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আবেদন পত্র পূরণে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে অথবা এফবিসিসিআই-তে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

উৎস: কমিশন কর্তৃক সংকলিত

গ. বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হলে কমিশনকে সময়াবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। একারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের জন্য আবেদন করেন, যা সহজে প্রাপ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূরক শুল্ক মূল্য সংযোজন আইন ১৯৯১ এর আওতায় প্রযোজ্য একটি স্থানীয় শুল্ক যা সমভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে। তবে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাজেট ঘোষণার পর পরই পৃথক একটি এসআরও দ্বারা দেশীয় উৎপাদনের ওপর সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করে। এছাড়া আমদানির সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের বিধান রাখা হলেও সম্প্রতি স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই শুল্ক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। অধিকন্তু, রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ট্যারিফ মূল্য ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা বিশ্ব

বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এসব কারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এটা অনস্বীকার্য যে দেশীয় শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ সরকারের একটি প্রধান কাজ এবং এ কাজটি বিদ্যমান আইন অনুযায়ী করাই সমীচীন। একারণে, শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে এবং সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করাকে নিরূৎসাহিত করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন দেশের নজরদারি বাড়বে এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের কারণে এধরনের নজরদারি আরো বৃদ্ধি পাবে। একারণে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণকে সফল করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুষম করা প্রয়োজন এবং সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ দেয়ার প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

৫.২.২ বাণিজ্য নীতি, বাণিজ্য প্রতিবিধান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগে বিভিন্ন ইকোনমিক মডেল, মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাজে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ জরুরি বিধায় এ সংক্রান্ত বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ উন্নত (এডভান্সড) প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের প্রেরণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, অর্থনীতি, ইত্যাদি বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে। তদ্রূপ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ট্রেড একাডেমির সাথেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর পূর্বক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রেরণ করতে হবে।

৫.২.৩ বিভিন্ন দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভ্যন্তরীণ তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা যেতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার প্রস্তুতের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৫.২.৪ কমিশনের নতুন আইন প্রবর্তনের ফলে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পূর্ব হতেই জনবলের ঘাটতি ছিল, তাই জনবলের স্বল্পতা পূরণের জন্য নতুন জনবল অনুমোদন ও নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলনের বিষয়টি সমাধানের জন্য কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে সকলের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলন করা যেতে পারে।

৫.২.৫ একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নানবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫.২.৬ ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশীয় ও বিদেশী প্রকল্প সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-১

বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১।	আনোয়ারুল হক খান	৩০-১২-১৯৭২	১৫-০৩-১৯৭৬
২।	আবদুস সামাদ	১৯-০৭-১৯৭৬	২৫-১০-১৯৭৬
৩।	এ, এম, আনিসুজ্জামান	২৬-১০-১৯৭৬	১৯-০১-১৯৭৭
৪।	এ, এম, হায়দার হোসেন	২০-০১-১৯৭৭	১৪-০২-১৯৮০
৫।	কাজী মোশারফ হোসেন	১৫-০২-১৯৮০	২৬-১০-১৯৮০
৬।	কমোডর এম, এ, রহমান (অঃ প্রাঃ)	২৭-১০-১৯৮০	৩০-০১-১৯৮৪
৭।	খন্দকার মোঃ নুরুল ইসলাম	৩০-০১-১৯৮৪	০৬-০৬-১৯৮৪
৮।	মঞ্জুর মোর্শেদ	০৬-০৬-১৯৮৪	৩১-১০-১৯৮৫
৯।	নাসিম উদ্দীন আহমেদ	০২-১১-১৯৮৫	০৮-০৭-১৯৮৬
১০।	মুসলেহ উদ্দীন আহমেদ	০৮-০৭-১৯৮৬	২৯-১১-১৯৮৯
১১।	এম.এ. মালিক	১০-০১-১৯৯০	১৫-১২-১৯৯০
১২।	সৈয়দ হাসান আহমদ	১৫-১২-১৯৯০	১৯-০৬-১৯৯১
১৩।	আমিনুল ইসলাম	১৯-০৬-১৯৯১	২৩-১০-১৯৯১
১৪।	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর	২৩-১০-১৯৯১	০৫-১০-১৯৯৪
১৫।	আবদুল হামিদ চৌধুরী	০৫-১০-১৯৯৪	২২-০৪-১৯৯৬
১৬।	মোঃ নজরুল ইসলাম	২৬-০৫-১৯৯৬	২৩-০৭-১৯৯৬
১৭।	এ,এ,এম, জিয়াউদ্দিন	২২-০৮-১৯৯৬	২৩-০২-১৯৯৭
১৮।	আজাদ রুহুল আমিন	০১-০৩-১৯৯৭	০৭-১০-১৯৯৭
১৯।	শামসুজ্জামান চৌধুরী	১৫-১০-১৯৯৭	০৯-১২-১৯৯৭
২০।	ড. মোঃ ওসমান আলী	১৫-১০-১৯৯৭	২৬-১০-১৯৯৯
২১।	মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৫-১১-১৯৯৯	২৬-১০-১৯৯৯
২২।	এ. ওয়াই,বি,আই সিদ্দিকী	০৭-০৬-২০০০	২২-০৪-২০০১
২৩।	এম আই চৌধুরী (মহিবুল ইসলাম)	০৭-০৫-২০০১	০৮-০৮-২০০১
২৪।	দেলোয়ার হোসেন	১১-০৯-২০০১	১৪-১১-২০০১

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
২৫।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম	২৩-০৬-২০০২	২২-০৬-২০০৪
২৬।	মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া	০৫-০১-২০০৫	১২-০৯-২০০৫
২৭।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	১২-০৯-২০০৫	২৭-০৪-২০০৬
২৮।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০৩-০৫-২০০৬	০৩-০৭-২০০৬
২৯।	এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০-০৮-২০০৬	১৯-০৯-২০০৬
৩০।	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	০৮-১০-২০০৬	২৬-১২-২০০৬
৩১।	মোঃ শফিকুল ইসলাম	০৯-০১-২০০৭	০৩-০২-২০০৮
৩২।	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম	১২-০২-২০০৮	১৭-১২-২০০৮
৩৩।	এ কে এম আজিজুল হক	১৮-০১-২০০৯	১৯-০৭-২০০৯
৩৪।	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০-০৭-২০০৯	১৯-০৭-২০১২
৩৫।	মোঃ সাহাব উল্লাহ	২২-০৭-২০১২	০৬-০৩-২০১৪
৩৬।	মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী	০৪-০৩-২০১৪	২৮-০৯-২০১৪
৩৭।	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	২৮-০৯-২০১৪	১৩-০৯-২০১৫
৩৮।	এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি	১৪-০৯-২০১৫	১২-০১-২০১৬
৩৯।	বেগম মুশফেকা ইকফাৎ	২৪-০২-২০১৬	২৬-১০-২০১৭
৪০।	মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি	২৬-১০-২০১৭	২৬-১২-২০১৮
৪১।	জ্যোতির্ময় দত্ত	২৬-১২-২০১৮	২৬-০৯-২০১৯
৪২।	মোঃ নূর-উর-রহমান	২৬-০৯-২০১৯	০৮-১২-২০১৯
৪৩।	তপন কান্তি ঘোষ	০৮-১২-২০১৯	০৭-০৭-২০২০
৪৪।	মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ	০৭-০৭-২০২০	০৪-১১-২০২১
৪৫।	জনাব মোঃ আফজাল হোসেন	০৪-১১-২০২১	১৮-০৫-২০২২
৪৬।	জনাব মাহফুজা আখতার	১৯-০৫-২০২২	অদ্যবধি

পরিশিষ্ট-২

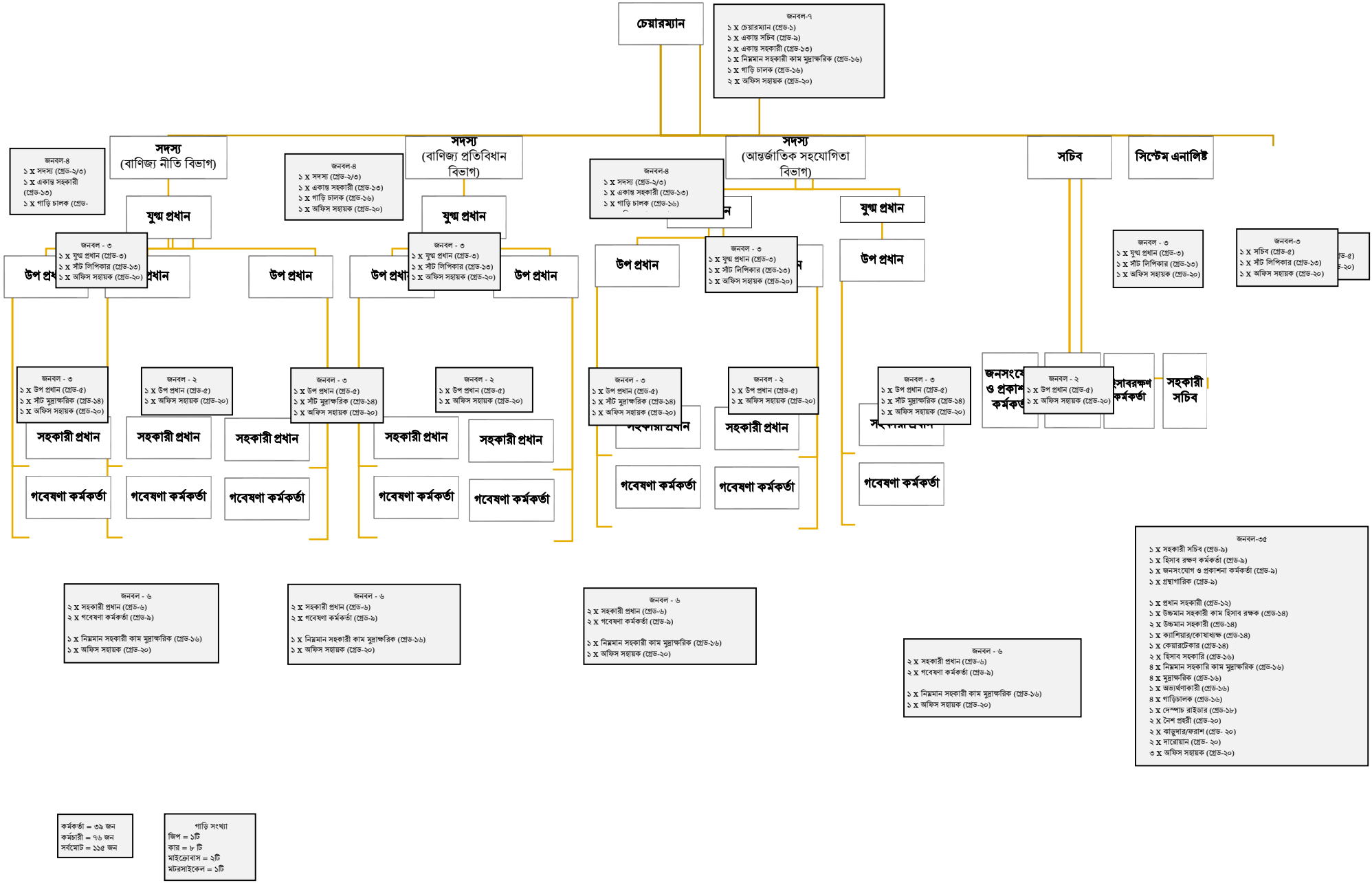
চেয়ারম্যান
জনবল-৭
১ X চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
১ X একান্ত সচিব (গ্রেড-৯)
১ X একান্ত সহকারী (গ্রেড-১৩)
১ X নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)
১ X গাড়ি চালক (গ্রেড-১৬)
২ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সদস্য (বাণিজ্য নীতি বিভাগ)
জনবল-৪
১ X সদস্য (গ্রেড-২/৩)
১ X একান্ত সহকারী (গ্রেড-১৩)
১ X গাড়ি চালক (গ্রেড-
যুগ্ম প্রধান
জনবল - ৩
১ X যুগ্ম প্রধান (গ্রেড-৩)
১ X সাঁট লিপিকার (গ্রেড-১৩)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
উপ প্রধান
উপ প্রধান
জনবল - ৩
১ X উপ প্রধান (গ্রেড-৫)
১ X সাঁট মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৪)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সহকারী প্রধান
গবেষণা কর্মকর্তা
জনবল - ২
১ X উপ প্রধান (গ্রেড-৫)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সহকারী প্রধান
গবেষণা কর্মকর্তা
জনবল - ৩
১ X উপ প্রধান (গ্রেড-৫)
১ X সাঁট মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৪)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সহকারী প্রধান
গবেষণা কর্মকর্তা
জনবল - ৬
২ X সহকারী প্রধান (গ্রেড-৬)
২ X গবেষণা কর্মকর্তা (গ্রেড-৯)
১ X নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সদস্য (বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ)
জনবল-৪
১ X সদস্য (গ্রেড-২/৩)
১ X একান্ত সহকারী (গ্রেড-১৩)
১ X গাড়ি চালক (গ্রেড-১৬)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
যুগ্ম প্রধান
জনবল - ৩
১ X যুগ্ম প্রধান (গ্রেড-৩)
১ X সাঁট লিপিকার (গ্রেড-১৩)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
উপ প্রধান
উপ প্রধান
জনবল - ৩
১ X উপ প্রধান (গ্রেড-৫)
১ X সাঁট মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৪)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সহকারী প্রধান
গবেষণা কর্মকর্তা
জনবল - ২
১ X উপ প্রধান (গ্রেড-৫)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সহকারী প্রধান
গবেষণা কর্মকর্তা
জনবল - ৬
২ X সহকারী প্রধান (গ্রেড-৬)
২ X গবেষণা কর্মকর্তা (গ্রেড-৯)
১ X নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সদস্য (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ)
জনবল-৪
১ X সদস্য (গ্রেড-২/৩)
১ X একান্ত সহকারী (গ্রেড-১৩)
১ X গাড়ি চালক (গ্রেড-১৬)
যুগ্ম প্রধান
জনবল - ৩
১ X যুগ্ম প্রধান (গ্রেড-৩)
১ X সাঁট লিপিকার (গ্রেড-১৩)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
উপ প্রধান
উপ প্রধান
জনবল - ৩
১ X উপ প্রধান (গ্রেড-৫)
১ X সাঁট মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৪)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সহকারী প্রধান
গবেষণা কর্মকর্তা
জনবল - ২
১ X উপ প্রধান (গ্রেড-৫)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সহকারী প্রধান
গবেষণা কর্মকর্তা
জনবল - ৬
২ X সহকারী প্রধান (গ্রেড-৬)
২ X গবেষণা কর্মকর্তা (গ্রেড-৯)
১ X নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সচিব
জনবল - ৩
১ X যুগ্ম প্রধান (গ্রেড-৩)
১ X সাঁট লিপিকার (গ্রেড-১৩)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
জনবল-৩
১ X সচিব (গ্রেড-৫)
১ X সাঁট লিপিকার (গ্রেড-১৩)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
জনবল - ২
১ X উপ প্রধান (গ্রেড-৫)
১ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
সহকারী সচিব
জনবল-৩৫
১ X সহকারী সচিব (গ্রেড-৯)
১ X হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড-৯)
১ X জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা (গ্রেড-৯)
১ X গ্রন্থাগারিক (গ্রেড-৯)
১ X প্রধান সহকারী (গ্রেড-১২)
১ X উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪)
২ X উচ্চমান সহকারী (গ্রেড-১৪)
১ X ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ (গ্রেড-১৪)
১ X কেয়ারটেকার (গ্রেড-১৪)
১ X হিসাব সহকারি (গ্রেড-১৬)
৪ X নিম্নমান সহকারি কাম মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)
৪ X মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)
১ X অভ্যর্থণাকারী (গ্রেড-১৬)
৪ X গাড়িচালক (গ্রেড-১৬)
১ X দেস্পাচ রাইডার (গ্রেড-১৮)
২ X নৈশ প্রহরী (গ্রেড-২০)
২ X ঝাড়ুদার/ফরাশ (গ্রেড- ২০)
২ X দারোয়ান (গ্রেড- ২০)
৩ X অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
কর্মকর্তা = ৩৯ জন
কর্মচারী = ৭৬ জন
সর্বমোট = ১১৫ জন
গাড়ি সংখ্যা
জিপ = ১টি
কার = ৮ টি
মাইক্রোবাস = ২টি
মটরসাইকেল = ১টি

পরিশিষ্ট - ৩

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ মাঘ, ১৪২৬/২৮ জানুয়ারি, ২০২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ মাঘ, ১৪২৬ মোতাবেক ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০২০ সনের ০১ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন ।- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনার পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তাঁহার সরকারের আমলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ নং রেজুল্যুশনবলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসাবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;’’।

৩। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের সংশোধন।- উক্ত আইনের সর্বত্র উল্লিখিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৭। কমিশনের কার্যাবলী।-(১) দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুয়ায়ী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশীয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশীয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে"।

৫। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপে সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশ করা যাইবে।"।

৬। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) গবেষণা বা সমীক্ষা কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক ও গবেষণা সহায়তাকারী নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট -৪

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য:

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১।	মাহফুজা আখতার চেয়ারম্যান	ফোন: +৮৮০২২২২২২০২০৯ ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৩৪০২৪৫ মোবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ইমেইল: chairman@btc.gov.bd	
২।	শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী সদস্য (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ মোবাইল: ০১৭১১৩১৬৯০০ ইমেইল: member_tpd@btc.gov.bd	
৩।	শীষ হায়দার চৌধুরী,এনডিসি সদস্য (আঃ সঃ), সদস্য (বাঃপ্রঃ)(অঃদাঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৩৫৬৫ মোবাইল: ০১৮১৯২২৫৫৯৪ ইমেইল: member_icd@btc.gov.bd	
৪।	মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী যুগ্মপ্রধান (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৩০ মোবাইল: ০১৫৫২৪৭৯৯১০ ইমেইল: jc_tpd@btc.gov.bd	
৫।	সৈয়দ ইরতিজা আহসান কমিশন সচিব (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩২০৩৮৯ মোবাইল: ০১৭৩৩০৭৪৩৫১ ইমেইল: secretary@btc.gov.bd	
৬।	মোঃ মশিউল আলম যুগ্ম প্রধান (চ.দাঃ) (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৯৩ মোবাইল: ০১৭১১২৪২৮২৩ ইমেইল: moshiul.alam@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৭।	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী যুগ্ম প্রধান (চ.দাঃ) (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৬৭ মোবাইল: ০১৭১২১৬৯৮৫৫ ইমেইল: mamun.askari@btc.gov.bd	
৮।	মোঃ রকিবুল হাসান উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৩১ মোবাইল: ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ ইমেইল: dc_tpd_iaa@btc.gov.bd	
৯।	মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট (চেয়ারম্যানের দপ্তর)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১০৮০৪ মোবাইল: ০১৭১২৬১৭৭৮৮ ইমেইল: systemanalyst@btc.gov.bd	
১০।	মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান (বাঃ প্রঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩৫ মোবাইল: ০১৯১১২৩৩৬৪১ ইমেইল: raihan.ubaidullah@btc.gov.bd	
১১।	মোঃ মাহমুদুল হাসান উপ-প্রধান (চঃদাঃ) (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ মোবাইল: ০১৭১২২৮৪৬৯১ ইমেইল: mahmodul.hasan@btc.gov.bd	
১২।	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন উপপ্রধান (চঃদাঃ) (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫১৩১০৫১৯ মোবাইল: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ ইমেইল: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd	
১৩।	মোঃ আব্দুল লতিফ উপপ্রধান (চঃদাঃ) (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ ইমেইল: abdul.latif@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৪।	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান সহকারী প্রধান (চঃদাঃ) (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ইমেইল: mirza.rahman@btc.gov.bd	
১৫।	মহিনুল করিম খন্দকার সহকারী প্রধান (চ.দাঃ) (বাঃ প্রঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ইমেইল: mohinul.karim@gmail.com	
১৬।	কাজী মনির উদ্দীন সহকারী প্রধান (চ.দাঃ) (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯১১৭২১৮৯৮ ইমেইল: kazi.monir@btc.gov.bd	
১৭।	লোকমান হোসেন সহকারী প্রধান (চ.দাঃ) (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ মোবাইল: ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ইমেইল: lokman.hossain@btc.gov.bd	
১৮।	মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা গ্রন্থাগারিক (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯১২০২৩৫৫২ ইমেইল: mayen.molla@btc.gov.bd	
১৯।	এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ইমেইল: prandpo@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২০।	মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা, (বাঃনীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ ইমেইল: mohammad.rayhan@btc.gov.bd	
২১।	মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা, (বাঃনীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭১৯০৫৬৭৪২ ইমেইল: minhaj.uddin@btc.gov.bd	
২২।	মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ইমেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	
২৩।	ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন শাখা)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১১ মোবাইল: ০১৭১১০০১৭০২ ইমেইল: accounts_office@btc.gov.bd	

পরিশিষ্ট -৫

২০২১-২২ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিবরণ

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১	কমিশনের ১৭ জন কর্মকর্তা	Training Programme for the Officials of Bangladesh Trade and Tariff Commission on Advanced Negotiation Skills বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৩ জুন ২০২২
০২.	কমিশনের ২১ জন কর্মকর্তা	PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে STATA এবং R Software এর সাহায্যে Gravity Model of Trade এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৫ জুন ২০২২
০৩.	কমিশনের ১৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন	শুল্ক সহায়তা ও শুল্কনীতি প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৬ জুন ২০২২
০৪.	কমিশনের ১৩ জন কর্মকর্তা	উন্নয়ন/অর্থনীতি/ভ্যাট/ট্যাক্স/ট্যারিফ/কাস্টমস বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৯ জুন ২০২২
০৫.	কমিশনের ১০ জন কর্মকর্তা	ই-গভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২২ জুন ২০২২
০৬.	কমিশনের ২৭ জন ৩য় শ্রেণীর	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৩ জুন ২০২২
০৭.	কমিশনের ০৬ জন গাড়ীচালক ও ২৩ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৬ জুন ২০২২

	সর্বমোট ২৯ জন কর্মচারী ৩য় শ্রেণীর			
০৮.	কমিশনের ১ম শ্রেণির ১৮ জন কর্মকর্তা	কমিশনের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৩ এপ্রিল ২০২২
০৯.	কমিশনের ১ম শ্রেণির ২০ জন কর্মকর্তা	কমিশনের কর্মকর্তাদের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৫ এপ্রিল ২০২২
১০.	কমিশনের ১ম শ্রেণির ২০ জন কর্মকর্তা	কমিশনের কর্মকর্তাদের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৭ এপ্রিল ২০২২
১১.	কমিশনের ১ম শ্রেণির ১৭ জন কর্মকর্তা	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বিটিটিসি	২৯ মার্চ ২০২২
১২.	কমিশনের ১ম শ্রেণির ১৬ জন কর্মকর্তা	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বিটিটিসি	৩০ মার্চ ২০২২
১৩.	কমিশনের ১ম শ্রেণির ১৫ জন কর্মকর্তা	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বিটিটিসি	৩১ মার্চ ২০২২
১৪.	১৮ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ১২ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ মোট ৩০ জন	সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৯-২৩ ডিসেম্বর ২০২১
১৫.	১৩ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ১৫ জন ৪র্থ	সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৬-৩০ ডিসেম্বর ২০২১

	শ্রেণীর কর্মচারীসহ মোট ২৮ জন			
১৬	১৮ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ১৭ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী মোট ৩৫ জন	কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের APA সংক্রান্ত ০১ (এক) দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৬ আগস্ট ২০২১

পরিশিষ্ট-৬

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১.	জনাব নাহিদ আহমেদ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	Fundamental Training Course	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১-০৯ জুন ২০২২
০২.	জনাব মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা	নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের দু'মাস মেয়াদী বিশেষ বুনিয়াদি সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	০১-৩০ জুন ২০২২
০৩.	জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম খন্দকার, অফিস সহায়ক	Fundamental Training Course	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১২ -২৩ জুন ২০২২
০৪.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক ToT কোর্স	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২১-২৩ জুন ২০২২
০৫.	মিজ এস, এম, সুমাইয়া জাবীন উপপ্রধান (চঃ দাঃ)	WTO Agreement on Sanitary and Phyto-sanitary Measures সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	২১-২৩ জুন ২০২২
০৬.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান	WTO Agreement on Technical Barriers to Trade শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	২৬-২৮ জুন ২০২২

০৭.	জনাব মোঃ মিনহাজ উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা			
০৮.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান, সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)	"Enhancing Negotiation Skills of the Civil Servants, Business Leaders and Members of Civil Society Organizations for Smooth Transition of Bangladesh from LDC Graduation" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	১৮-২১ জুন ২০২২
০৯.	কাজী মনির উদ্দীন সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)			
১০	মোঃ আব্দুল লতিফ উপপ্রধান (চঃদাঃ)	Capacity Building Training on “Public Procurement	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২২-২৮ জুন ২০২২
১১.	জনাব নাহিদ আহমেদ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	Fundamental Training Course	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২২-৩০ মে ২০২২
১২.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা	Capacity Building Training on “Non-Tariff Measures & Barriers (NTMs/NTBs)”	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৪-২৬ মে ২০২২
১৩.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান, সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)	A virtual National Workshop on Resource Mobilization for Bangladesh’s Smooth Graduation from the LDC Group	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও UNESCAP	**১৪ মার্চ ২০২২**
১৪.	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন, উপপ্রধান (চঃদাঃ)	“Seminar on Theory and Practice of WTO Rules in International Trade for Bangladesh” শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১০ মার্চ-২৯ মার্চ ২০২২
১৫.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, উপপ্রধান (চঃদাঃ)			

১৬.	কাজী মনির উদ্দীন, সহকারী প্রধান(চ.দাঃ)			
১৭.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, যুগ্ম প্রধান (চ.দাঃ)	2022 WTO Virtual Executive Trade Course (in English) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১-৩১ মার্চ ২০২২ হতে ৩১ দিন
১৮.	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন, উপপ্রধান (চঃদাঃ)			
১৯.	মোঃ আব্দুল লতিফ, উপপ্রধান (চঃদাঃ)			
২০.	মোছাঃ জোসনা আক্তার হিমু, অফিস সহায়ক	Fundamental Training Course মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১-১০ মার্চ ২০২২
২১.	মোসাম্মৎ নাহিদ নাছরিন, সাঁলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	e-Nothi Course		২৭-৩১ মার্চ ২০২২
২২.	কাজী মনির উদ্দিন, সহকারী প্রধান(চ.দাঃ)	Training on Agriculture Negotiation	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	২৩-২৪ মার্চ ২২ ও ২৭ মার্চ ২০২২
২৩.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, যুগ্ম প্রধান (চ.দাঃ)	Strengtheing Negotiation Skills of the Civil Servants, Business Leaders and Members of Civil Society Organisations for Smooth Transition of Bangladesh from LDC Graduation সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	২৭-২৯ মার্চ ২০২২ ০৩ (তিন) দিন
২৪.	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন, উপপ্রধান (চঃদাঃ)			
২৫.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী যুগ্ম প্রধান (চ.দাঃ)	2022 WTO Virtual Executive Trade Course (in English) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে ০৮ এপ্রিল ২০২২ ২৩ দিন
২৬.	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন উপপ্রধান (চঃদাঃ)			
২৭.	মোঃ আব্দুল লতিফ			

	উপপ্রধান (চঃদাঃ)			
২৮.	ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	Introduction to Budget Management (IBM) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	অর্থ মন্ত্রণালয়	১৩-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২
২৯.	মোছাঃ জোসনা আক্তার হিমু অফিস সহায়ক	Fundamental Training Course মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিন
৩০.	জনাব মোঃ মসিউর রহমান হিসাব সহকারী	iBAS++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণে	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১৭ জানুয়ারি ২০২২
৩১.	জনাব মোঃ ফরিদ হোসেন হিসাব সহকারী			
৩২.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা	Training on “Basic Principles of WTO Agreement and Notification Requirements”	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৮-২০ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত
৩৩.	মোঃ জুলহাস উদ্দিন অফিস সহায়ক	Fundamental Training Course	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৩ জানুয়ারি হতে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত
৩৪.	শাহ মোঃ আবুরায়হান আলবেরুনী সদস্য (বা.নী)	APAMS সফটওয়্যার ও GRS সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৭ ডিসেম্বর ২০২১
৩৫.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট			
৩৬.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা			

৩৭.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান	Public Procurement Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	২৫-২৭ নভেম্বর ২০২১
৩৮.	জনাব মোঃ আবুল বাশার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	e-GP সিস্টেমের উপর PE দের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৭-১১ নভেম্বর ২০২১
৩৯.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা	বিএফটিআই এর Rules and Procedures for Import and Exprot বিষয়ে প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	০৩-০৭ অক্টোবর ২০২১
৪০.	জনাব লোকমান হোসেন সহকারী প্রধান(চ.দাঃ)	Capacity Building Training on "Trade and WTO-Ministerial Meeting-Course for Trade Officials বিষয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৭-২৮ অক্টোবর ২০২১

পরিশিষ্ট-৭

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে সকল সভা/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	সভা /সেমিনার/কর্মশালার মেয়াদ
০১.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী যুগ্মপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	"রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১" শীর্ষক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অবহিতকরণ সংক্রান্ত সেমিনার	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	২৫ মে ২০২২
০২.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান, সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)			
০৩.	শীষ হায়দার চৌধুরী সদস্য (আস)	Commerce Secretary Level Meeting and Joint Working Group on Trade Meeting	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১-০৪ মার্চ ২০২২
০৪.	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান			
০৫.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান, সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)	A virtual National Workshop on Resource Mobilization for Bangladesh's Smooth Graduation from the LDC Group	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও UNESCAP	১৪ মার্চ ২০২২
০৬.	জনাব মোঃ মশিউল আলম, উপপ্রধান	দুবাই এক্সপো-তে অংশগ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২২-২৬ মার্চ ২০২২
০৭.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী প্রধান			

০৮.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, সহকারী প্রধান			
০৯.	মির্জা আ.ফ.ম. তৌহীদুর রহমান, সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)			
১০.	মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	"Constraints identification and Suggestive Measure for the promotion of agro processing sector" শীর্ষক সেমিনার	বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা)	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২
১১.	জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি সদস্য	অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে Joint Working Group on Trade and Investment (JWGTI)-এর ১ম সভায়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২
১২.	মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা	Workshop on Annual Performance Agreement বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শীর্ষক	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২
১৩.	জনাব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী যুগ্মপ্রধান	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত কর্মশালায়	এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২
১৪.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান			
১৫.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপপ্রধান			

১৬.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	২০২২-২৩ অর্থবছরেরর বাজেট পরিপত্র-১ এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১১ জানুয়ারি ২০২২
১৭.	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা			
১৮	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা গ্রন্থাগারিক	সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম	০৫ জানুয়ারি ২০২২
১৯.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা			
২০.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা			
২১.	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা, গ্রন্থাগারিক	স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (Autonomous Bodies) ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/পাবলিক কর্পোরেশনসমূহ (State Owned Enterprises) এবং আওতাধীন আঞ্চলিক/বিভাগীয় কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয় ও প্রকল্পের তালিকা এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য iBAS++ এ অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে আয়োজিত সভা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে	২৯ ডিসেম্বর ২০২১
২২.	জনাব এ, কে, এম, মাসুদুর রহমান, যুগ্মপ্রধান	“Seminar on Cross-border Agricultural E-commerce for the Belt and Road Countries” শীর্ষক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (অনলাইন)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১৮-৩০ নভেম্বর ২০২১
২৩.	মিজ রমা দেওয়ান, যুগ্মপ্রধান			

২৪.	জনাব মোঃ মশিউল আলম, উপপ্রধান			
২৫.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী প্রধান			
২৬.	মিজ এস, এম, সুমাইয়া জাবীন, সহকারী প্রধান			
২৭.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, সহকারী প্রধান			
২৮.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)			
২৯.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার, গবেষণা কর্মকর্তা			
৩০.	কাজী মনির উদ্দীন, গবেষণা কর্মকর্তা			
৩১.	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা, গ্রন্থাগারিক	G2B সেবা সহজিকরণ (SPS) সংক্রান্ত কর্মশালা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে	১৬-১৮ নভেম্বর ২১
৩২.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা			
৩৩.	জনাব এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও			

৩৪.	জনাব মোঃ লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	Validation Workshop on policy review of "Export Policy 2018-19, Import policy order 2015-18, Industrial Policy 2016, Leather and Leather Goods Development Policy 2019" - এ কর্মকর্তা মনোনয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২১ নভেম্বর ২০২১
৩৫.	জনাব মোঃ লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	Prospects & Barriers of Agro-Processing Sector in Bangladesh	বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসিং এসোসিয়েশন (বাপা)	২৭ নভেম্বর ২০২১
৩৬.	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	WTO 12th Ministerial Conference (MC12) and Bangladesh বিষয়ে কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩১ অক্টোবর ২০২১
৩৭.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	COMCEC Trade Working Group (TWG) সংক্রান্ত সভা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

ফটোগ্যালারি:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের কিছু স্থিরচিত্র

বঙ্গবন্ধুর ৪৬ তম শাহাদতবার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়

০৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখ বাংলাদেশের ট্যারিফ পলিসি প্রণয়নের লক্ষ্যে কনসেপ্ট নোট প্রস্তুত করার জন্য গঠিত কমিটির সভা

২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "Preparation of FTA Guidelines and Template: Key Finding and Possible Challenges" শীর্ষক ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব টিপু মুনশী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি ছিলেন কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মোঃ আফজাল হোসেন

১৩ মার্চ ২০২২ তারিখ কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং শুল্ক সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার

২৩ মে ২০২২ তারিখ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নবাগত চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব জনাব মাহফুজা আখতার

২৫ মে ২০২২ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সরকারের সচিব জনাব মাহফুজা আখতার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিকল্প ভোজ্যতেল হিসেবে রাইসব্রান তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎসাহিতকরণ কর্মশালার স্থিরচিত্র

৫ জুন ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত "The survey on FTA/EPA between Japan and Bangladesh" শীর্ষক সেমিনারের স্থির চিত্র

১৫ জুন ২০২২ তারিখ কমিশনের সভাকক্ষে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সরকারের সচিব জনাব মাহফুজা আখতার

রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের খসড়া বিষয়ক উপস্থাপনাকালে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার মহোদয়ের সাভারের হেমায়েতপুরের চামড়া শিল্প নগরী পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

DGTR (Directorate General of Trade Remedies, India)-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে কমিশনের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

২২ জুন ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

রয়টার্সের মাধ্যমে দৈনিক ভিত্তিতে সংগৃহীত আন্তর্জাতিক বাজার দর পর্যালোচনাকালে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩ জনের হাতে সনদপত্র ও ক্রেস্ট তুলে দেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) জনাব মাহফুজা আখতার